ইসলাম ও বাস্তবতার আলোকে আরব জাতীয়তাবাদ
[বাংলা – Bengali – بنغالي[

আযীযইব্ন আব্দিল্লাহ্ ইব্ন বায - রাহেমাহুল্লাহ্-

অনুবাদ: মুহাম্মাদ ফযলুর রহমান

সম্পাদনা: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

2011 - 1432

نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع

« باللغة البنغالية »

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله

ترجمة: محمد فضل الرحمن

مراجعة: د. أبو بكر محمد زكريا

2011 - 1432

IslamHouse.com

[illegible]

"[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]" [illegible] [illegible] [illegible]

বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি বইটির প্রতি আমার আগ্রহ বৃদ্ধি করেছে। তাছাড়া এ দেশেও জাতীয়তাবাদ নিয়ে নানা রকম বিতর্ক চলে আসছে। সে ক্ষেত্রে এই বইয়ের যুক্তিগুলো লোকদের অনেকটা পথ নির্দেশ দিতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস। এ জন্যই বইটি বাংলায় অনুবাদ করলাম। পাঠকদের সুবিধার জন্য সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠার পাদটিকায় সূরার নাম ও আয়াত নম্বরসহ পবিত্র কুরআনের উদ্ধৃতিসমূহের সূত্র উল্লেখ করেছি এবং প্রধান প্রধান আলোচ্য বিষয়ের জন্য উপ-শিরোনাম ব্যবহার করে তদনুযায়ী একটি সূচি সন্নিবেশ করেছি। জনাব মাওলানা আব্দুল মতীন সালাফী আমাকে মূল বইটি সরবরাহ করে বাংলায় অনুবাদের পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই। অনুবাদটি আগা-গোড়া পড়ে প্রয়োজনীয় সংশোধন করে দিয়েছেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় মামা স্বনামধন্য জনাব মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম। তিনি কষ্ট স্বীকার করে বইটির মূল্যবান ভূমিকাও লিখে দিয়েছেন। এ জন্য আমি তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ।
ভাষা কিংবা মুদ্রণ সংক্রান্ত ভুল-ত্রুটি ব্যাপারে পাঠকদের যে-কোনো সৎ পরামর্শ বইটির পুনর্মূদ্রণে সাদরে গৃহীত হবে। মুহাম্মাদ ফযলুর রহমান

4

ভূমিকা

বর্তমান পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্বের ওপর যে কয়টি ভ্রান্ত ধারণা বা মতাদর্শ দ্বারা কঠিন আঘাত হেনেছে ও তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে, জাতীয়তাবাদ (Nationalism) হচ্ছে তন্মধ্যে প্রধান। এই ভ্রান্ত মতবাদটি এককভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতার অবদান। পাশ্চাত্য সভ্যতার উদয়লগ্নে তার অগ্রগতি লাভের জন্য ইসলামের বিশ্বলৌকিক তাওহীদী আদর্শভিত্তিক জাতীয়তাবাদকে ঘায়েল করা বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে করা হয়। প্রথম দিক দিয়ে তা আঞ্চলিক ও ভৌগোলিক তথা দেশ মাতৃকাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের সবক পড়িয়ে মুসলিমদের বিভ্রান্ত করে এবং বিশ্ব ইসলামী ঐক্যের সর্বশেষ নিদর্শন ওসমানীয় খিলাফতকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিয়ে এক-একটি অঞ্চলকে গ্রাস করে নেয়। পরে তার সহিত ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদকে সংমিশ্রিত করে প্রত্যেকটি মুসলিম দেশে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা পায়। কেননা পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব ও দুরভিসন্ধির পথে ইসলামের বিশ্বজনীন জাতীয়তাবাদ যেমন প্রচন্ড বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, পাশ্চাত্য চিন্তা বিশ্বাস ও রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক,

তার উন্নতি ও অগ্রগতি আন্তরিকভাবে কামনা করছি।

আমি বইখানি আদ্যোপান্ত পড়িয়ে শুনেছি। কোন কোন স্থানে কিছুটা সংশোধন করে দেয়া হয়েছে।

বইখানি সুধী পাঠক মহলে বিশেষ সমাদৃত হবে বলে আশা পোষণ করছি এবং মনে করছি, এ বই পাঠে জাতীয়তাবাদ পর্যায়ে আমাদেরও অনেক ভুল ধারণার অপনোদন হবে।

মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

9

ইসলাম ও বাস্তবতার আলোকে আরব জাতীয়তাবাদ

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং দরুদ ও সালাম তাঁর রসূলের প্রতি।

আরব মুসলিমদের মর্যাদা

ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে সামান্যতম জ্ঞানের অধিকারী কোন মুসলিমই আরব মুসলিমদের মর্যাদায় সন্দেহ পোষণ করতে পারে না। গৌরবময় দিনগুলোতে তাঁরাই ইসলামের বার্তা বহন করে নিষ্ঠার সাথে সকল জাতির নিকট পৌঁছে দিয়েছিলেন। তাঁরা ইসলামের প্রসার ও প্রতিরক্ষার সংগ্রামের নিদারুণ কষ্ট সহ্য করেছিলেন। ফলে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র ইসলামের পতাকা উড্ডীন হয়েছিল। তা ছাড়া প্রারম্ভিক যুগে ইসলাম প্রচারকদের কাছে বিশ্ব দেখেছিল উৎকৃষ্টতম প্রশাসন ও শ্রেষ্ঠতম ন্যায়বিচারক শাসক। আরব মুসলিমরা ইসলামের মাঝে দেখতে পেয়েছিলেন তাঁদের ইহ-পরকালের ইপ্সিত সব কল্যাণ। সেখানে তাঁরা এমন এক সুন্দর জীবনের সন্ধান পেয়েছিলেন যা তাদেরকে মান-মর্যাদার গ্যারান্টি তথা মানুষের দাসত্ব, স্বৈরাচারীর অত্যাচার ও জালিম শাসকদের শোষণ থেকে মুক্তির নিশ্চয়তা দিতে পারে।

10

ইসলামের শ্রেষ্ঠ বিধানসমূহ ও সুন্দর নীতিমালা মানুষের হৃদয়কে সংস্কার করে সেখানে পারস্পরিক জন্ম দেয় এবং আল্লাহ্কে ভালবেসে তাঁর দ্বীনের জন্য আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ করে। এই বিধান তাদেরকে দ্বীনের শিক্ষা গ্রহণ করে পরস্পরকে সত্য ও সহিষ্ণুতার জন্য উপদেশ দিতে শেখায়। ইসলামের এই সুন্দর বিধানসমুহ সুদীর্ঘ আলোচনার বিষয়। এখানে যে বিষয়টির প্রতি সংক্ষেপে ইংগিত দিতে চাই তা হল, প্রারম্ভিক যুগে আরব মুসলিমগণ ইসলামের জন্য কঠোর প্ররিশ্রম ও ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছিলেন যার ফলে আল্লাহ্ তাদেরকে পৃথিবীর সর্বত্র ইসলামের মশাল ব’য়ে নেবার সুযোগ ও সৌভাগ্য দান করেছিলেন। বিশ্বে তখন ইসলাম সম্পর্কে গভীর আগ্রহ ও এই ধর্মে দ্রুত দীক্ষিত হবার ব্যাপক প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছিল। তার কারণ, ইসলামের নীতিমালা ছিল ন্যায়ভিত্তিক এবং শিক্ষা ছিল উদার। তাছাড়া ইসলামে আল্লাহ ও মানুষের ওপর তাঁর অধিকারের যথার্থ পরিচয় মিলত। অধিকন্তু, ইসলামের বাহক ও প্রচারকগণ নিজেরা কথায়, কাজে ও চরিত্রে তার নীতিমালার প্রতি ছিলেন একান্ত অনুগত। যে কারণে তাঁরা পরিণত হয়েছিলেন শ্রেষ্ঠ জাতিতে, যাদের সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য। আল্লাহ বলেন:

﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ [سورة آل عمران: 110]

“তোমরা সর্বোত্তম জনসমষ্টি, যাদেরকে মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা ন্যায়ের নির্দেশ দাও, অন্যায় থেকে বিরত রাখ আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস রাখ।”[1]

কুরআনের এই আয়াতকে তাঁরা নিজেদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করেছিলেন। প্রারম্ভিক যুগের মুসলিমদের সম্পর্কে জানা থাকলে কোন মুসলিমই উল্লিখিত বক্তব্যে সন্দেহ পোষণ করতে পারে না। কেননা, এ হচ্ছে একটি বাস্তব তথ্য যা সকল মুসলিমেরই জানা। তাই বলে কোন মুসলিম অনারব মুসলিমদের অবদান সম্পর্কেও সন্দেহ পোষণ পারে না। তার কারণ, এই দ্বীনের প্রসারকার্যে আরব মুসলিম ভাইদের পাশাপাশি তাঁরাও পুরস্কারযোগ্য প্রয়াস চালিয়েছিলেন এবং দ্বীনের মর্যাদা সমুন্নত করে বিশ্ববাসীর নিকট তা পৌঁছে দেবার জন্য তাঁরাও জিহাদ করেছিলেন আল্লাহ্ এদের সকলকে এই মহান প্রচেষ্টার জন্য পুরস্কৃত করুন এবং আমাদেরকে তাঁদের প্রকৃত উত্তরসুরী হবার সুযোগ দিন। আশ্চর্যের বিষয়, অনেক আরব মুসলিম আজ সেই মহান ধর্ম ইসলামের প্রচার থেকে বিরত। অথচ ইসলামেরই আল্লাহ্ তাদের পূর্বপুরুষদের মর্যাদা

---

[1] .আল ইমরান, ১১০

13

[illegible]

﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ٤٧ ﴾ [سورة الروم: 47]

“[illegible]” [2]

[2] [illegible].

আরো বলেছেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرۡكُمۡ وَيُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ ٧ ﴾ [سورة محمد : 7]

“হে ঈমানদারগণ ! যদি আল্লাহ্‌কে সাহায্য কর, তাহলে তিনিও তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পদক্ষেপ মজবুত করে দিবেন।”[3]

এই বিরাট গৌরব ও আরব-অনারব নির্বিশেষে সকল মুমিন জন্য আল্লাহ্র এই সক্রিয় সাহায্যের পরও আমারা দেখতে পাচ্ছি আমাদের সন্তানদের একটি দল বিভ্রান্ত হয়ে ইসলাম ছাড়া ভিন্ন আদর্শ প্রচার করছে। যেন ইসলামের মহিমা কিংবা এর কল্যাণে নিজেদের পূর্বপুরুষদের অর্জিত সম্মান, মর্যাদা ও গৌরব সম্পর্কে তারা অনবহিত। তারা যেন খাঁটি মুসলিম হিসেবে পূর্বপুরুষদের সুদৃঢ় সংহতি সম্পর্কেও অজ্ঞ, যার কারণে এক মাসের দূরত্বে থেকেও শত্রু তাদের ভয়ে আতঙ্কিত হত। মুসলিমরা ইসলামের কল্যাণে যে গৌরব, সম্মান ও কর্তৃত্ব লাভ করেছিলেন এরা তা ভুলে গেছে, কিংবা ভুলে যাবার ভান করছে। আর তাই এরা সাম্রাজ্যবাদী শত্রুর কবল থেকে দেশের মুক্তির জন্য এবং নিজেদের স্বার্থরক্ষা ও হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে লোকদের আরব জাতীয়তার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হবার ডাক দিচ্ছে।

---

[3] .মুহাম্মদ, ৭

15

আরব জাতীয়তার উপাদান

আরব জাতীয়তার উপাদান সম্পর্কে এর প্রচারকদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। কেউ বলছে, এর উপাদান দেশ , বংশ ও আরবী ভাষা ; কেউ বলছে, শুধু ভাষা ; আবার কেউ বলছে, ভাষা তবে এর সংগে আছে সুখ -দুঃখ ও আশা -আকাঙ্ক্ষার সংমিশ্রণ। কেউ কেউ অন্য কথাও বলেছে। তবে এর নায়ক ও প্রবক্তাদের কেউই ধর্মকে এর উপাদানের মধ্যে গণ্য করে না। অনেকে পরিস্কারই বলেছে যে , জাতীয়তায় ধর্মের কোন স্থান নেই। কেউ আবার একথাও বলেছে যে , জাতীয়তাবাদ ইসলামসহ সকল ধর্মকেই শ্রদ্ধা করে।

আরব জাতীয়তাবাদ প্রচারকদের বক্তব্য অনুযায়ী এর লক্ষ্য হল শত্রুর বিরুদ্ধে ও নিজেদের যৌথ স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হওয়া। সন্দেহ নেই , এ এক সুন্দর ও মহৎ লক্ষ্য। তবে এই লক্ষ্য কেবলমাত্র ইসলামের মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে , আরব জাতীয়তার মাধ্যমে নয়। ইসলামই মুসলিমদের স্বার্থরক্ষার জন্য পারস্পরিক ঐক্যের ডাক দেয়। এ উৎস আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এবং এর শক্তি পার্থিব জীবনের কল্যাণ এবং পরকালে শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা। এই ঐক্যের তুলনায় মানব প্রবর্তিত জাহেলী ও শরীয়াত -বিরোধী আরব জাতীয়তার ভিত্তিতে আহূত ঐক্য নিতান্তই তুচ্ছ এবং অসার। আসলে আরব

16

জাতীয়তাবাদ প্রচারকারীরা মুখে শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্যের কথা বললেও তাদের জাতীয়তাবাদ প্রচারের মূলে অন্যান্য উদ্দেশ্য কাজ করছে। সে সব উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে পৃথক করা, সমাজ থেকে ইসলামের বিধানসমূহ দূর করে তার পরিবর্তে বিভিন্ন উপাদানের সংমিশ্রণে প্রস্তুত মনগড়া আইন-কানুন প্রবর্তন করা এবং স্বাধীনতার নামে শ্রেণীকলহ ও ধ্বংসাত্মক মতবাদ প্রচার করা। সন্দেহ নেই, যে প্রচারের লক্ষ্য এই, সাম্রাজ্যবাদ তা দেখে আনন্দে নৃত্য করবে এবং তাকে জিইয়ে রাখতে ও তার মানোন্নয়নের জন্য সব রকম সাহায্য সহযোগিতার যোগান দেবে। উদ্দেশ্য, আরবদেরকে তাদের দ্বীন সম্পর্কে ধোঁকায় ফেলা এবং জাতীয়তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এর পক্ষে প্রচার চালাতে তথা দ্বীনের পথ থেকে সরে আসতে উৎসাহিত করা। অবশ্য সাম্রাজ্যবাদের বাহ্যিক আচরণে এটা চিহ্নিত করা বেশ কঠিন।

জাতীয়তাবাদ প্রচারকদের মধ্যে যারা বলতে চায় যে, ধর্ম জাতীয়তার একটা উপাদান, তারা আসলে জাতীয়তাবাদীদেরই বিপরীত কথা বলছে। কারণ, যে-সব ভিত্তির ওপর তাদের জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠিত, ধর্ম তার বিপরীত। ধর্ম তাদের সুস্পষ্ট বক্তব্যেরও বিরোধী। তাছাড়া বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সকল আরবদেরকে

সম্মান , মর্যাদা ও একমাত্র গৌরব। আল্লাহ বলেন:

﴿لَقَدۡ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكُمۡ كِتَٰبٗا فِيهِ ذِكۡرُكُمۡۚ أَفَلَا تَعۡقِلُونَ ١٠﴾ [سورة الأنبياء: 10]

“তোমাদের নিকট আমরা এমন এক গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমদের মর্যাদার কথা রয়েছে , তোমরা কি বুঝতে পারছ না ?”[4]

তিনি আরো বলেন:

﴿فَٱسۡتَمۡسِكۡ بِٱلَّذِيٓ أُوحِيَ إِلَيۡكَۖ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ ٤٣ وَإِنَّهُۥ لَذِكۡرٞ لَّكَ وَلِقَوۡمِكَۖ وَسَوۡفَ تُسۡـَٔلُونَ ٤٤﴾ [سورة الزخرف: 43-44]

“তোমার কাছে যে কিতাব অহীর মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে তা শক্ত করে ধরে থাক , নিশ্চয়ই তুমি সঠিক পথে রয়েছে। এটা তোমার ও তোমার লোকদের জন্য এক মর্যাদার বিষয়। আর তোমাদেরকে এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে। ”[5]

আসলে সুন্দর সুন্দর কথা , রঙ বেরঙের কল্পনা ও নানা ধরনের প্রতারণার সাহায্যে ইসলামের সাথে শত্রুতা করার জন্য ও ইসলামের নিজ মাটিতেই তার কবর রচনার অশুভ উদ্দেশ্যে পাশ্চাত্যের খ্রীষ্টানরা সর্বপ্রথম এই আরব জাতীয়তাবাদ প্রবর্তন করে। পরে ইসলামের শত্রু অনেক আরব তা গ্রহণ করে এবং

---

[4] .আল-আম্বিয়া , ১০

[5] . আয-, ৪৩-৪৪

20

[illegible]

[illegible]

[illegible]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ١٠٢ وَٱعۡتَصِمُواْ بِحَبۡلِ ٱللَّهِ جَمِيعٗا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ إِذۡ كُنتُمۡ أَعۡدَآءٗ فَأَلَّفَ بَيۡنَ قُلُوبِكُمۡ فَأَصۡبَحۡتُم بِنِعۡمَتِهِۦٓ إِخۡوَٰنٗا وَكُنتُمۡ عَلَىٰ شَفَا

عُرَةٖ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنۡهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُونَ ١٠٣ [سورة آل عمران: 102-103]

“[illegible] ! [illegible] [illegible] [illegible]

সম্পদ ব্যয় করেও তাদের মধ্যে এই বন্ধুত্ব স্থাপন করতে পারতে না। অথচ আল্লাহ তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছেন। তিনি সর্বজয়ী, মহাকুশলী।”[7]

﴿ مُنِيبِينَ إِلَيۡهِ وَٱتَّقُوهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ
ٱلۡمُشۡرِكِينَ ٣١ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمۡ وَكَانُواْ شِيَعٗاۖ كُلُّ
حِزۡبِۢ بِمَا لَدَيۡهِمۡ فَرِحُونَ ٣٢ ﴾ [سورة الروم: 31]

“তাঁর দিকে একান্তভাবে মনোযোগী হয়ে। আর তাঁকে ভয় কর ও নামায কায়েম কর। আর মুশরিকদের দলভুক্ত হয়োনা, যারা তাদের দ্বীনকে খণ্ড খণ্ড করে দলে দলে বিভক্ত হয়েছে। প্রত্যেক দুলই নিজের নিকট যা আছে তাই নিয়ে খুশী রয়েছে।”[৪]

ইসলাম এমনিভাবে বিভেদ-বিচ্ছিন্নতার বিরোধিতা করেছে এবং ঐক্য-সংহতি রক্ষার জন্য আমরণ সত্যের রজ্জুকে আকড়ে ধরার ডাক দিয়েছে। এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, জাতীয়তাবাদ এবং ইসলামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বিপরীত। এর আরও প্রমাণ, এই মতবাদ অর্থাৎ আরব জাতীয়তাবাদ আমাদের পশ্চিমা শত্রুদের নিকট থেকে আমদানী হয়েছে। এর আড়ালে ওদের আসল উদ্দেশ্য “বিভক্ত কর ও শাসন কর” এই অশুভ কৌশলে মুসলিমদেরকে কত ক্ষতইনা করেছে, যা ভাবতে

---

[7] . সূরা আনফাল, ৬২

[৪] . আর রূম, ৩১

23

গেলে হৃদয় ভারাক্রান্ত হয় এবং চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে।

আরব জাতীয়তাবাদের আসল প্রবর্তক কারা?

আরব জাতীয়তাবাদের ইতিহাস লিখতে গিয়ে অনেকেই বলেছেন যে, খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে পশ্চিমারা সিরিয়ার খ্রীষ্টান মিশনারী দলগুলোর মাধ্যমে সর্বপ্রথম আরব জাতীয়তাবাদ প্রচার শুরু করে। তখন এই প্রচারের উদ্দেশ্য ছিল তুর্কীদেরকে আরবদের থেকে পৃথক করে মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির সূচনা করা। ক্রমে এই প্রচার সিরিয়া, ইরাক ও লেবাননে ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রায় ষাট বছর পর ১৯৯০ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসে এর প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তারপর থেকে এই প্রচার দ্রুত বেড়ে যায় এবং ক্রমে একটি আন্দোলনে রূপ নেয়। মৃত্যুদন্ড দিয়ে তুর্কীরা এই আন্দোলন নির্মূল করার চেষ্টা করে। জামাল পাশা সিরিয়ায় এসব মৃত্যুদন্ড কার্যকর করেছিল। তাহলে আমরা কি মনে করতে পারি যে, আমাদের শত্রুরা আরব জাতীয়তাবাদ প্রবর্তন ও এর জন্য সম্মেলন অনুষ্ঠান করে, আর মিশন পাঠিয়ে আমাদের স্বার্থে কাজ করছে? অসম্ভব। তারা আমাদের কল্যাণ কিংবা স্বার্থ কোনটাই চায় না। তাদের উদ্দেশ্য একটাই। আর তা হল, আমাদের ধ্বংস করা, আমাদের

24

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

“[illegible] *[illegible]* [illegible]:

এই আন্দোলন জাতীয় বিনাশ ও সামাজিক আত্মহননের এক অশুভ চূড়ান্ত পদক্ষেপ।”

হযরত হাসানের রাদিয়াল্লাহু আনহু বংশধর আরব-বিশারদ এই মনীষী বিশ্ব পরিস্থিতি নিরীক্ষা ও বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অশুভ পরিণতি পর্যালোচনা করার পর এই উক্তি করেছেন। অতএব আরব জাতীয়তাবাদের এই ক্ষতিকর আন্দোলন আরব ও মুসলিমদের আজ কত বড় বিপদের সম্মুখীন করছে তা উপলব্ধি করার সময় এসেছে। আল্লাহ সকলকে এর অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন এবং আরব ও অন্য সকল মুসলিমকে তাদের পুর্বপুরুষদের সঠিক পথে ফিরে যাবার তাওফীক দান করুন।

আজকাল ইসলামের সুহৃদ ও ইসলাম প্রচারে উদ্যমী লোকদের সংখ্যা নিতান্তই কম। পক্ষান্তরে ইসলামবিরোধী ও তার বিধান ও শিক্ষাসমূহ অমান্যকারীদের সংখ্যা অনেক বেশী। এমতাবস্থায় ইসলামের সন্তানদের একান্ত কর্তব্য জাতীয়তাবাদ ও তার প্রচারকদের সহযোগিতার পরিবর্তে ইসলাম প্রচারের কাজে সহযোগিত করা, মানুষের নিকট ইসলামের মহিমা তুলে ধরার চেষ্টা করা এবং ইসলামের গুণাবলী ও তার সুন্দর নীতিমালার প্রচার শির্ক, ‘আত, কুসংস্কার ও গোঁড়ামিমুক্ত তার মহান শিক্ষাসমূহের প্রসারে নিজেদের প্রচেষ্টা নিয়োজিত করা। তাহলেই তারা পূর্বপুরুষদের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে

[illegible]

«أَبِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّة وَأَنا بَين أظْهركُم»

[illegible]

[illegible]:

﴿ وَقَرۡنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجۡنَ تَبَرُّجَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ ٱلۡأُولَىٰۚ وَأَقِمۡنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعۡنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ

إِنَّمَا يُرِيـــدُ ﴿ٱللَّهُ لِيُذۡهِبَ عَنكُمُ ﴿ٱلـــرِّجۡسَ أَهۡلَ ٱلۡبَيۡتِ وَيُطَهِّرَكُمۡ تَطۡهِيرٗا ٣٣ ﴾ [الأحزاب: ٣٣]

"[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]:

«إن الله أوحى إلي أن تواضـعوا حـتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد»

“[illegible]”

[illegible]

[illegible]

«إن الله قد أذهب عنكم عصـــبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي، الناس بنو آدم وآدم خلق من تــراب، ولا فضل لعــربي على عجمي إلا بالتقوى»

“[illegible]”

[illegible]:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَــرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣ ﴾ [الحجرات: ١٣]

“[illegible]”[11]

[11] . [illegible] , [illegible]

এই পবিত্র আয়াতটিতে আল্লাহ তা ‘আলা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে, তিনি মানুষকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছেন কেবলমাত্র পারস্পরিক পরিচিতির সুবিধার জন্য, গর্ব কিংবা শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিযোগিতা করার জন্য নয়। তাছাড়া তিনি সবার মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহভীরুকেই তাঁর নিকট সর্বাধিক মর্যাদাবান বলে ঘোষণা করেছেন। উপরোক্ত হাদীসের মর্মার্থও ঠিক তাই। হাদীসটিতে এই দিক-নির্দেশও রয়েছে যে, জাহেলী যুগের প্রথা অহঙ্কার ও বংশ-মর্যাদা নিয়ে গর্বের প্রতিযোগিতা করা। কিন্তু ইসলাম তার বিপরীত। ইসলাম মানুষকে বিনয়, তাকওয়া এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পারস্পরিক হৃদ্যতার ডাক দেয় এবং সকল জাতির মানুষ নিয়ে গঠিত প্রকৃত মুসলিমদেরকে এমনভাবে এক দেহ ও এক অট্টালিকার ন্যায় সংঘবদ্ধ হতে শেখায়, যাতে একজনের শক্তিতে আরেকজন শক্তি পায় এবং একজনের ব্যথায় আরেকজন ব্যথিত হয়। সহীহ হাদীসে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا- وشبك بين أصابعه -»

“মুমিনের জন্য মুমিন অট্টালিকার ন্যায়, যার একাংশ অন্যাংশকে শক্ত করে।”

34

[illegible]

«مثل المؤمنين في توادهم وتـراحمهم وتعـاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشــتكى منه عضو تــداعى له ســائر الجسد بالحمى والسهر»

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

দিয়েছে ’ কথাটি অধিকতর প্রযোজ্য নয় কি ? আশা করি, বিষয়টি এখন অত্যন্ত পরিস্কার।

আশ্‘আরী থেকে বর্ণিত আছে যে , রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

«إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس أن يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فذكرها»

“ ইব্‌ন যাকারিয়া আলাহিস সালামকে তাঁর নিজের করার জন্য ও বনী ইসরাঈলকে করতে বলার জন্য পাঁচটি কাজের নির্দেশ দিয়েছিলেন। ”

কাজগুলো উল্লেখ করার পর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

«وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جُثَى جهنم»

“আর আমিও তোমাদেরকে পাঁচটি কাজ করতে বলছি , আল্লাহ আমাকে সেগুলোর নির্দেশ দিয়েছেন। কাজগুলো হল: শ্রবণ ও আনুগত্য , জিহাদ , হিজরত ও জামায়াত তথা সংঘবদ্ধভাবে থাকা (পৃথক না হওয়া)। যে ব্যক্তি সংঘবদ্ধ জীবন থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে যাবে সে তার গলা থেকে ইসলামের বন্ধন খুলে ফেলবে , যতক্ষণ না আবার ফিরে আসে। আর যে ব্যক্তি জাহেলিয়াতের মতার্দশ গ্রহণের আহবান জানাবে সে জাহান্নামের জ্বালানিতে পরিণত হবে। ”

37

একজন প্রশ্ন করলেন : হে আল্লাহর রাসূল ! যদি সে নামায -রোজা করে তবুও? তিনি বললেন :

«وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، فـادعوا بـدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله»

“যদিও সে নামায -রোযা করে এবং মনে করে যে , সে মুসলিম। অতএব তোমরা আল্লাহর দেয়া সম্বোধনে ডাকবে , যিনি তোমাদেরকে মুসলিম , মুমিন , আল্লাহর বান্দা নাম দিয়েছেন। ”

এ সম্পর্কিত সব হাদীসের মধ্যে এই সহীহ হাদীসটি সর্বাধিক সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে , জাতীয়তাবাদ প্রচার একটি ভ্রান্ত ও জাহেলী প্রচার , এবং এর প্রচারকরা নামায -রোযা করলেও এবং নিজেদেরকে মুসলিম মনে করলেও জাহান্নামের ইন্ধন হবার যোগ্য। এ এক ভয়ানক হুমকি ও জোরালো সতর্কবাণী , যা প্রত্যেক মুসলিমকে জাহেলী মতবাদসমূহ থেকে সাবধান করে দেয়। এসব মতবাদকে তাদের প্রচারকরা মোহিনী পত্র -পত্রিকা , জাঁকালো বক্তৃতামালা এবং ভিত্তিহীন ও অবস্তব কল্পনাবিলাসে সাজিয়ে রাখলেও আসলে এগুলো মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর প্রতারণা। আল্লাহ আমাদেরকে এসব প্রতারণা ও তাদের নিকৃষ্ট পরিণতির হাত থেকে রক্ষা করুন।

38

اقتضاء الصراط المستقيم

«يا معشر قـريش! اشـتروا أنفسـكم من اللـه، لا أغـني عنكم من الله شيئا»

“[illegible]”

[illegible]

[illegible]

[illegible]:

«إذا ذل العرب ذل الإسلام»

[illegible]”

«إذا عز العرب عز الإسلام»

“[illegible]”

[illegible]

হাফেয আয-যাহাবী তার ‘মীযান’ নামক গ্রন্থে উল্লিখিত মুহাম্মাদের জীবন বৃত্তান্তে লিখেছেন: “আবু হাতেম বলেন যে, আমি তাকে চিনি না। আল-আযদী বলেছেন, তার বর্ণিত হাদীস সুপরিচিত বলে স্বীকৃত নয়।”

আমি বলি, সনদে আলী যায়দ ইব্ন জাদ‘আনও আছেন যিনি অধিকাংশ হাদীস বিশারদের মতে দুর্বল। তাই প্রমাণস্বরূপ তাঁর হাদীস গ্রহনযোগ্য নয়। আর এই হাদীসে তাঁর থেকেও দুর্বলতর অর্থাৎ উল্লিখিত মুহাম্মাদ ইব্ন আল-খাত্তাব থাকতে কিভাবে তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে? হিব্বান যে তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন তা মেনে নেয়া যায় না। তার কারণ, তিনি অসতর্ক বলে পরিচিত। তাছাড়া অন্যরাও তাঁর বিপরীত বলেছেন।

আর হাদীসটি যদি সত্যও হয় তাহলে তার অর্থ হবে, “সেই আরবরা লাঞ্ছিত হলে ইসলাম লাঞ্ছিত হবে যারা ইসলামের পতাকা বহান করছে ও ইসলাম প্রচার করছে, সেই আরবরা লাঞ্ছিত হলে নয় যারা ইসলামের শত্রু ও ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু প্রচার করছে।” তাছাড়া হাদীসে এমন কিছু কখনো বর্ণিত হতে পারে না যা পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসসমূহের পরিপন্থী। কেননা, আল্লাহর কালাম কিংবা রাসূলের বাণী স্ববিরোধী নয়। আর সুন্নাহ (হাদীস) কুরআনের বিরোধিতা করে না বরং সমর্থন করে ও তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের ব্যাখ্যা দেয়।

43

পবিত্র কুরআনের বক্তব্য অনুযায়ী কল্যাণ ও সাফল্যের জন্য আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তার দ্বীনের পৃষ্টপোষকতা অপরিহার্য শর্ত। হাদীসে এর পরিপন্থী কোন কথা থাকতে পারে না। অতএব, মুমিনদের অত্যন্ত সজাগ থাকতে হবে এবং বিভ্রান্তকর সংশয়, মিথ্যা হাদীস ও ভ্রান্ত মতবাদ সম্পর্কে সতর্ক হতে হবে। বিপদ কিন্তু অনেক বড় এবং যাকে রক্ষা করবেন সে-ই রক্ষা পাবে। তাই সকলের উচিত তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা ও তাঁরই ওপর ভরসা রাখা। তাছাড়া আল্লাহর দ্বীনকে বোঝার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা ও দ্বীনের আদর্শে সর্বদা অটল থাকা সকলের কর্তব্য। এছাড়া সাফল্যের অন্য কোন বিকল্প পথ নেই।

জাতীয়তাবাদ প্রচারকদের সম্পর্কে মহানকবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী

এই প্রসঙ্গে হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি হাদীস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: লোকেরা রসূলুল্লাহর কাছে কল্যাণ সম্পর্কে জানতে চাইছিল আর আমি জানতে চাইছিলাম অকল্যাণ সম্পর্কে। আমার উদ্দেশ্য ছিল, যাতে অকল্যাণ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারি। আমি বললাম: হে আল্লাহর

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমরাতো জাহেলিয়াত ও অকল্যাণের মাঝে ছিলাম আল্লাহ্ আমাদের এই কল্যাণ এনে দিয়েছেন। এই কল্যাণের পর আর কি কোন অকল্যাণ আসতে পারে? তিনি বললেন, “হ্যাঁ,” আমি বললাম: ঐ অকল্যাণের পর কি আবার কোন কল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, “হ্যা”, তবে তাতে একটা বিপত্তি থাকবে।” আমি বললাম: সে বিপত্তি কি রকম? তিনি বললেন, “একদল লোক আমার আদর্শ ছাড়া অন্য আদর্শ অনুসরণ করবে এবং আমার পথ ছাড়া অন্য পথে পরিচালিত হবে।” আমি বললাম: ঐ কল্যাণের পর আর কোন অকল্যাণ আছে কি? তিনি বললেন, “হ্যা”, জাহান্নামের দ্বারে দ্বারে কতিপয় আহ্বানকারী থাকবে। যে তাদের ডাকে সাড়া দেবে তাকেই তারা জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে।” আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি যদি ওদের যুগ পাই, তখন আমার প্রতি আপনার নির্দেশ কি? তিনি বললেন, “তুমি মুসলিম জামায়াত ও তাদের নেতার সঙ্গে থেকো।” আমি বললাম: তাদের যদি সে রকম কোন জামায়াত কিংবা নেতা না থাকে? তিনি বললেন, “তাহলে সেসব দলের প্রত্যেকটি থেকে দূরে থেকো, যদিও তোমাকে ঐ অবস্থায় আমরণ কোন গাছের শিকড় কামড়ে থাকতে হয়।” বুখারী ও মুসলিম হাদীসগ্রন্থে উল্লেখিত এই মহান হাদীসটি অগ্রিম বলে দিয়েছে যে, আজকের এই প্রচারকরা, যারা বিভিন্ন প্রকার অন্যায়-
45

অসত্য, যেমন আরব জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, নিষ্ঠুর পুঁজিবাদ, যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা, লাগামহীন স্বাধীনতা ও নানারকম বিশৃংঙ্খলা প্রচার করছে, সবাই জাহান্নামের দ্বারে দ্বারে আহ্বানকারী। তারা নিজেরা তা জানুক কিংবা না জানুক। তাদের অন্যায় প্রচারে যে সাড়া দেবে তাকেই তারা জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। সন্দেহ নেই, এই মহান হাদীসটি নবুওয়াতের অন্যতম নিদর্শন এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সত্য রাসূল হবার অন্যতম প্রমাণ। কেননা, সংঘটিত হবার পূর্বে তিনি ঘটনার পূর্বাভাস দিয়েছিলেন এবং তিনি যেমন পূর্বাভাস দিয়েছিলেন ঠিক তেমনটিই ঘটেছে। আল্লাহর নিকট আমরা নিজেদের ও সকল মুসলিমদের জন্য বিভ্রান্তিময় মোহাচ্ছন্নতা থেকে মুক্তি কামনা করছি। তাঁর নিকট আমাদের আরও প্রার্থনা, তিনি যেন মুসলিমদের নেতৃবৃন্দকে সেই যোগ্যতা দান করেন যাত তারা তাঁর দ্বীনকে রক্ষা করতে পারে ও দ্বীন-বিরোধী কার্যকলাপ রুখতে সক্ষম হয়।

আরব জাতীয়তাবাদ কাফিরদের বন্ধুত্বে উৎসাহ যোগায়

আরব জাতীয়তাবাদ আন্দোলন নিষিদ্ধ হবার তৃতীয় কারণ এই যে, এই মতবাদ অমুসলিমদের বংশধর কাফির ও ধর্মবিরোধী আরবদের বন্ধু

46

[illegible]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلۡيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوۡلِيَآءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ٥١ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٞ يُسَٰرِعُونَ فِيهِمۡ يَقُولُونَ نَخۡشَىٰٓ أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٞۚ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأۡتِيَ بِٱلۡفَتۡحِ أَوۡ أَمۡرٖ مِّنۡ عِندِهِۦ فَيُصۡبِحُواْ عَلَىٰ مَآ أَسَرُّواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ نَٰدِمِينَ ٥٢ [المائدة: ٥١، ٥٢]

“[illegible] ! [illegible] [illegible] [illegible]

তারা ওদের মাঝে ধাবিত হয় আর বলে : আমাদের বিপদের আশঙ্কা রয়েছে। ”[13]

সুবহানাল্লাহ ! আল্লাহর কথা কত খাঁটি , তাঁর বক্তব্য কত স্পষ্ট ! এই জাতীয়তাবাদীরা আরব জাতীয়তার চারপাশে মুসলিম ও কাফির সবাইকে সংঘবদ্ধ হবার ডাক দিয়ে বলে : আমাদের বিপদের আশঙ্কা রয়েছে। আমাদের ভয় , সাম্রাজ্যবাদ আমাদের দেশকে গ্রাস করতে পারে। আমাদের ভয় , শত্রুর হাতে আমাদের সম্পদ লুট হতে পারে। আর তাই তারা ইয়াহূদী , খ্রীস্টান , পারসিক , পৌত্তলিক , ধর্মত্যাগী প্রত্যেকটি আরবকে আরব জাতীয়তাবাদের মাপকাঠিতে বন্ধু জ্ঞান করে আর বলে: এই জাতীয়তাবাদের নীতি ধর্মের বিভিন্নতা সত্ত্বেও আরবে আরবে কোন পার্থক্য করে না। তাহলে এটা কুরআনের সাথে সংঘাত ও আল্লাহর নির্ধারিত সীমামূহের পরিষ্কার লঙ্ঘন নয় কি ? এতে কি দ্বীনের জন্যই বন্ধুত্ব -বৈরিতা ও প্রেম -ঘৃণার নির্দেশ লঙ্ঘিত হয় না ? কী এক ভয়ানক ভ্রান্তি আর জঘন্য নীতি এই আরব জাতীয়তাবাদ ! কুরআন যেখানেই থাকুক , যেভাবেই থাকুক , মুমিনদের সাথে বন্ধুত্বের আর কাফিরদের সাথে শত্রুতার আহবান জানায়। কিন্তু আরব জাতীয়তাবাদ এটা অস্বীকার করে এবং এই নীতির বিরোধিতা করে।

﴿قُلۡ ءَأَنتُمۡ أَعۡلَمُ أَمِ ٱللَّهُ﴾ [البقرة: ١٤٠]

---

[13] .আল-মায়েদাহহ ,৫১-৫২

48

“হে নবী ! তুমি জিজ্ঞেস কর : তোমরা বেশী জান , না আল্লাহ ?”[14]

মহান আল্লাহ আরও বলেছেন :

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمۡ أَوۡلِيَآءَ ﴾
﴿وَمَن يَفۡعَلۡهُ مِنكُمۡ فَقَدۡ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١﴾ [الممتحنة: ١]

“হে ঈমানদারগণ ! তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। ”

...“তোমাদের মধ্যে যে তা করবে সে সঠিক পথ হারিয়ে ফেলবে [15]। ”

জাতীয়তার নীতি অনুযায়ী মুসলিম , কাফির সবাই বন্ধু। অথচ আল্লাহ বলেন :

﴿۞شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحٗا وَٱلَّذِيٓ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ وَمَا وَصَّيۡنَا بِهِۦٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓۖ أَنۡ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِۚ كَبُرَ عَلَى ٱلۡمُشۡرِكِينَ مَا تَدۡعُوهُمۡ إِلَيۡهِۚ ٱللَّهُ يَجۡتَبِيٓ إِلَيۡهِ مَن يَشَآءُ وَيَهۡدِيٓ إِلَيۡهِ مَن يُنِيبُ ١٣﴾ [الشورى: 13]

“তোমাদের জন্য তিনি দ্বীনের সেই বিধানই দিয়েছেন যার নির্দেশ তিনি নূহকে দিয়েছিলেন , যা এখন তোমার কাছে অহির মাধ্যমে পাঠিয়েছি এবং যার নির্দেশ আমরা ইব্রাহীম , মূসা ও ঈসাকে দিয়েছিলাম। তা এই

---

[14] সূরা আল-বাকারাহ : ১৪০।
[15] সূরা আল-মুমতাহানাহ : ১।

49

যে, তোমরা দ্বীন কায়েম কর এবং দ্বীনের ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন হয়োনা।”[16]

আল্লাহ আরও বলেন:

﴿ قَدۡ كَانَتۡ لَكُمۡ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ فِيٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ
إِذۡ قَالُواْ لِقَوۡمِهِمۡ إِنَّا بُرَءَٰٓؤُاْ مِنكُمۡ وَمِمَّا تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ
ٱللَّهِ كَفَرۡنَا بِكُمۡ وَبَدَا بَيۡنَنَا وَبَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةُ وَٱلۡبَغۡضَآءُ
أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحۡدَهُۥٓ إِلَّا قَوۡلَ إِبۡرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ
لَأَسۡتَغۡفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمۡلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيۡءٖۖ رَّبَّنَا
عَلَيۡكَ تَوَكَّلۡنَا وَإِلَيۡكَ أَنَبۡنَا وَإِلَيۡكَ ٱلۡمَصِيرُ ٤ ﴾
[الممتحنة: ٤]

ইব্রাহীম ও তাঁর সংগীদের মাঝে তোমাদের জন্য এক সুন্দর আদর্শ রয়েছে। তারা তাদের কওমকে বলে দিয়েছিল : তোমাদের সাথে এবং আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদের ইবাদাত করছ তাদের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের নীতি ও আদর্শের সাথে বিরোধ ঘোষণা করলাম এবং আমাদের ও তোমাদের মাঝে চিরদিনের জন্য শত্রুতা ও বিদ্বেষ সূচিত হল, যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।”[17]

অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে :

﴿لَّا تَجِدُ قَوۡمٗا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ يُوَآدُّونَ مَنۡ
حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَوۡ كَانُوٓاْ ءَابَآءَهُمۡ أَوۡ أَبۡنَآءَهُمۡ أَوۡ
إِخۡوَٰنَهُمۡ أَوۡ عَشِيرَتَهُمۡ﴾ [المجادلة: ٢٢]

---

[16] . আশ-শূরা, ১৩

[17] . আল-মুমতাহানা, ৪

50

“আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী লোকদেরকে তুমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দুশমনদের ভালবাসতে দেখবেনা, তারা তাদের বাপ-দাদা, সন্তান-সন্ততি, ভাই-বন্ধু কিংবা স্বগোত্রীয় হলেও।” 18

পক্ষান্তরে জাতীয়তার নীতি কিংবা বলা যায় জাতীয়তাবাদ প্রচারকদের নীতি বলে: ধর্মকে জাতীয়তা থেকে দূরে সরাও, ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে আলাদা রাখ এবং নিজেদের জাতীয়তার চারপাশে সংঘবদ্ধ হও। তা হলেই তোমাদের স্বার্থ উদ্ধার হবে এবং গৌরব ফিরে পাবে। ইসলাম যেন তাদের একটি বাধা ও তাদের গৌরব অর্জনের পথে একটি অন্তরায়। আসলে এটা মূর্খতা, বিভ্রান্তি ও ধোঁকাবাজি এবং ইসলামের বিরুদ্ধে বড় রকমের এক মিথ্যা অপবাদ।

পবিত্র কুরআনের বহু আয়াতে মুমিনদের সাথে বন্ধুত্ব ও কাফিরদের সাথে বৈরিতা বজায় রাখার নির্দেশ উচ্চারিত হয়েছে। অধিকন্তু কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব সম্পর্কে সাবধান করা হয়েছে। যেহেতু কুরআনের অনুসারীদের এসব আয়াত অজানা নয়, তাই সেগুলোর বিস্তারিত উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কোন বুদ্ধিমান লোক কিছু্তেই মানতে পারেনা যে, জাহ্ল, আবু লাহাব, আবি মু‘ঈত, ইব্ন হারিস এবং রাসূলুল্লাহর সময় ও তাঁর পরবর্তী যুগের

18

. আল-মুজাদালা, ২২
51

[illegible]

[illegible]

[illegible]:

﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْـًٔا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ٥٥ ﴾ [النور: ٥٥]

“তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনে সৎকাজ করে, তিনি তাদেরকে যমীনে উত্তরাধিকারী করবেন, যেমন তাদের পূর্ববর্তীদের করেছিলেন। আর তাদের জন্য সেই দ্বীনকে শক্তিশালী করে দিবেন যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তাদের ভয় -ভীতির পর আবার নিরাপত্তা দান করবেন। যখন তারা আমারই ইবাদাত করবে এবং আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। ”[19]

তিনি আরো বলেন:

﴿ وَلَقَدۡ سَبَقَتۡ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلۡمُرۡسَلِينَ ١٧١ ﴾ [الصافات: ١٧١]

“আমার রাসূল বান্দাদের জন্য আমার কথা পূর্বেই নির্ধারিত হয়ে আছে। তাঁরা সাহায্যপ্রাপ্ত এবং আমার সৈন্যরা বিজয়ী। ”[20]

এভাবে আল্লাহ তাঁর রাসূল ও মুমিন সৈনিকদের সাহায্য ও বিজয়দান, পৃথিবীতে তাঁদের উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং তাঁদের দ্বীনকে শক্তিশালী করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আর আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্যই হয়। তিনি বলেন :

﴿ لَٰكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوۡاْ رَبَّهُمۡ لَهُمۡ غُرَفٞ مِّن فَوۡقِهَا غُرَفٞ مَّبۡنِيَّةٞ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُۖ وَعۡدَ ٱللَّهِ لَا يُخۡلِفُ ٱللَّهُ ٱلۡمِيعَادَ ٢٠ ﴾ [الزمر: ٢٠]

---

[19] . আন-নূর , ৫৫

[20] . আস-, ১৭১-১৭৩

53

“ [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

আর একটা কথা, শত্রু সম্পর্কে সতর্ক থাকা ও তার বিরুদ্ধে সম্ভব সকল শক্তি প্রস্তুত রাখা আমাদের এক গুরুত্বপূর্ণ ঈমানী কর্তব্য। একে কোনমতেই অবহেলা করা যায় না। আল্লাহ বলেছেন :

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذۡرَكُمۡ فَٱنفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُواْ جَمِيعٗا ٧١ ﴾ [النساء: ٧١]

“হে মুমিন ! তোমরা তোমাদের সাবধানতা অবলম্বন কর। ”[23]

তিনি আরও বলেন:

﴿ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةٖ ﴾ [الانفال: ٦٠]

“তাদের বিরুদ্ধে যত পার শক্তি প্রস্তুত রাখ। ” [24]

মুসলিমদের জন্য কাফিরদের বন্ধুত্ব কিংবা শত্রুর বিরুদ্ধে ওদের সাহায্য গ্রহণ অবৈধ। কেননা ওরাও শত্রু এবং সুযোগ পেলে ওরাও বড় রকমের ক্ষতি করতে পারে। আল্লাহ কাফিরদের সাতে বন্ধুত্ব হারাম করেছেন এবং তাদের সাথে মেলামেশা করতে নিষেধ করে দিয়েছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন , যারা ওদের বন্ধুজ্ঞান করবে তারা ওদেরই অন্তর্ভুক্ত এবং জানিয়ে দিয়েছেন যে , এরা সবাই জালিম। ইতোপূর্বে বর্ণিত স্পষ্ট আয়াতসমূহে এর

---

[23] . আন-নিসা , ৭১

[24] . আল-, ৬০

55

تــؤمن بالله ورسوله؟ “
فانطلق “

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمۡ لَا
يَأۡلُونَكُمۡ خَبَالًا وَدُّواْ مَا عَنِتُّمۡ قَدۡ بَدَتِ ٱلۡبَغۡضَآءُ مِنۡ
أَفۡوَٰهِهِمۡ وَمَا تُخۡفِي صُدُورُهُمۡ أَكۡبَرُۚ قَدۡ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلۡأٓيَٰتِۖ إِن
كُنتُمۡ تَعۡقِلُونَ ١١٨ ﴾ [ال عمران: ١١٨]

“হে ঈমানদারগণ ! তোমরা অন্যদের সাথে গোপন সম্পর্ক স্থাপন করো না। তারা তোমদের মনে অশান্তি সৃষ্টির কাজে কখনও ক্ষান্ত হয় না। তোমাদের যাতে কষ্ট হয় তারা তাই চেয়েছে। তাদের মুখ থেকেই শত্রুতা প্রকাশ পেয়েছে। আর অন্তরে যা লুকানো আছে সেতো আরও ভয়াবহ। আমরা তোমাদের জন্য নিদর্শনাবলী প্রকাশ করলাম। তোমরা যদি বুঝতে ......।[25]

অতএব দেখা যাচ্ছে পবিত্র কুরআন ও মহানবীর সুন্নত কাফিরদের বন্ধুত্ব , সাহায্যগ্রহণ ও তাদের সাথে গোপন সম্পর্ক স্থাপনের কঠোর বিরোধী। বান্দার কল্যাণ আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন এবং তাদের নিজেদের চেয়েও বান্দার প্রতি তিনি অধিক সদয়। অতএব আরব বা অনারব কাফিরদের বন্ধুত্ব ও সাহায্য গ্রহণের মধ্যে যদি বড় কোন কল্যাণ থাকতই তাহলে আল্লাহ তার অনুমতি অবশ্যই দিতেন। কিন্তু তিনি এর বিরাট অকল্যাণ ও অশুভ পরিণামসমূহ জানেন বলেই তা নিষিদ্ধ করেছেন এবং যারা একাজ করে , তাদের নিন্দা করেছেন। তিনি অন্যান্য আয়াতে জানিয়ে দিয়েছেন যে , কাফিরদের সাথে ঘনিষ্ঠতা ও মুসলিমদের

---

[25] . আল-ইমরান , ১১৮

58

[illegible] [illegible] [illegible] [

পরিণাম যে কত মারাত্মক, তা বোঝানোর জন্য এসব আয়াত যথেষ্ট। সেই পরিণাম থেকে আল্লাহ মুসলিমদের রক্ষা করুন।

আল্লাহ বলেন :

﴿وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ يَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓۚ أُوْلَٰٓئِكَ سَيَرۡحَمُهُمُ ٱللَّهُۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٧١﴾ [التوبة: ٧١]

“মুমিন নারী-পুরুষ একে অপরের বন্ধু”।[28]

﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٍۚ إِلَّا تَفۡعَلُوهُ تَكُن فِتۡنَةٞ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَفَسَادٞ كَبِيرٞ ٧٣﴾ [الأنفال: ٧٣]

“আর যারা কাফির তারা একে অপরের বন্ধু। তোমরা যদি তা না মান তাহলে পৃথিবীতে অশান্তি ও বিরাট গোলযোগ সৃষ্টি হবে।”[29]

মহান আল্লাহ পরিষ্কার বলে দিয়েছেন যে, মুমিন মুমিনের বন্ধু আর কাফির কাফিরের বন্ধু। অতএব মুসলিমরা যদি তা না মানে, আর কাফিররা মুসলিমদের সাথে মেলামেশা করে একে অপরের বন্ধুতে পরিণত হয়, তাহলে সেই অশান্তি ও বিরাট গোলযোগ হবেই। শত্রুদের সাথে মুসলিমদের সংমিশ্রণ ও পারস্পরিক বন্ধুত্বের ফলে তাদের অন্তরে সংশয় ও

---

[28] . আত-তাওবা ৭১

[29] . আল-আনফাল , ৭৩

60

[illegible]

[illegible]

[illegible]

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَٰوَةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلۡيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشۡرَكُواْ وَلَتَجِدَنَّ أَقۡرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّا نَصَٰرَىٰۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنۡهُمۡ قِسِّيسِينَ وَرُهۡبَانٗا وَأَنَّهُمۡ لَا يَسۡتَكۡبِرُونَ ٨٢ [المائدة: ٨٢]

“[illegible], [illegible]

[illegible]”[30]

[30] , [illegible]

উক্ত প্রচারকের দাবি, যেহেতু এই আয়াতে অন্যদের তুলনায় খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসেবে মুমিনদের অধিক নিকটবর্তী বলা হয়েছে, তাই আয়াতটি খ্রীস্টানদের সাথে বন্ধুত্বের বৈধতা প্রমাণ করে। আসলে এটা পরিষ্কার ভুল এবং কুরআনের মনগড়া ব্যাখ্যা, যা স্পষ্ট আয়াতসমূহের পরিপন্থী। এই ব্যাখ্যা সেইসব হাদীসেরও পরিপন্থী, যাতে আহলে কিতাব (ইয়াহূদী ও খ্রীষ্টান) ও অন্যান্য কাফিরদের বন্ধুত্ব থেকে সাবধান করে দেয়া হয়েছে এবং তাদের সহায়তা বর্জন করতে বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

»من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار«

“কুরআন সম্পর্কে যে নিজের মনগড়া কথা কলবে, সে যেন জাহান্নামে তার স্থান ঠিক করে নেয়।”

কুরআনের এক আয়াত দিয়ে অন্য আয়াতের ব্যাখ্যা করতে হবে। কোন আয়াতের এমন কোন ব্যাখ্যা দেয়া যাবে না যা অন্যান্য আয়াতের পরিপন্থী। আর আল্লাহর মর্জি এই আয়াতটিতে খ্রীষ্টান ও অন্যান্য কাফিরদের বন্ধুত্ব নিষিদ্ধকারী আয়াতসমূহের পরিপন্থী কিছু নেই। উক্ত প্রচারক যা বলেছে তা তার ভুল বোঝার জন্য এবং আয়াতটির তাৎপর্য উপলব্ধিতে অক্ষমতার কারণে। তাছাড়া

আয়াতটির ব্যাখ্যাকালে পন্ডিত , বিশ্বস্ত ও নেতৃস্থানীয় তাফসীরকারদের উক্তির সাহায্য নিতেও সে ব্যর্থ হয়েছে। তাফসীরকারকদের মতে আয়াতটির অর্থ -যা তার শব্দাবলী থেকেও পরিষ্কার বোঝা যায় এই যে , খ্রীস্টানরা ইয়াহূদী ও মুশরিকদের তুলনায় মুমিনদের বন্ধুত্বের অনেকটা কাছাকাছি। এর অর্থ এই নয় যে , তারা মুমিনদের ভালোবাসে কিংবা মুমিনরা তাদের ভালবাসে। যদি ধরেও নেয়া যায় যে, খ্রীস্টানরা মুমিনদের ভালোবেসেছে কিংবা তারা তাদের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করেছে তা হলেও মুমিনরা তাদের ভালোবাসতে পারে না কিংবা তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে পারে না। কেননা , আল্লাহ তাদেরকে এটা নিষেধ করে দিয়েছেন। এ সম্পর্কিত আয়াত আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلۡيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوۡلِيَآءَ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ٥١ ﴾ [المائـــدة: ٥١]

“হে মুমিন ! তোমরা ইয়াহূদী ও খ্রীষ্টানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করোনা। ” [31]

﴿ لَّا تَجِدُ قَوۡمٗا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ يُوَآدُّونَ مَنۡ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ ﴾ [المجادلة: ٢٢]

---

[31] . আল-মায়েদাহ , ৫১

63

“আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী লোকদের তুমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শত্রুদের ভালোবাসতে দেখবে না।” [32]

আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, খ্রীষ্টানরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে শত্রুতা করেছে। তারা আল্লাহর বিধান প্রত্যাখ্যান করেছে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করেছে। তাহলে আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসীরা কী করে তাদের ভালোবাসতে পারে কিংবা তাদের সাথে মেলামেশা করতে পারে? নাউযুবিল্লাহ। আল্লাহ আমাদেরকে লাঞ্ছনা, প্রবৃত্তিপরায়ণতা ও শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা করুন।

আর এক প্রচারক দাবি করেছে যে, যে-সব কাফির আমাদের সাথে যুদ্ধ করেনি কিংবা আমাদেরকে বাড়িঘর থেকে বের করে দেয়নি, আল্লাহ তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখার সুযোগ দিয়েছেন। তার যুক্তি কুরআনের আয়াত:

﴿ لَّا يَنۡهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمۡ يُقَٰتِلُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ
وَلَمۡ يُخۡرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمۡ أَن تَبَرُّوهُمۡ وَتُقۡسِطُوٓاْ
إِلَيۡهِمۡ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ٨ ﴾ [الممتحنة: ٨]

“যারা তোমাদের সাথে দ্বীনের ব্যাপারে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে বাড়িঘর থেকে বের কের দেয়নি, তাদের প্রতি অনুগ্রহ

---

[32] . আল-মুজাদালা, ২২

64

প্রদর্শণ ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না।” 33

এ যুক্তিও আগেরটার মতই ভ্রান্ত। এটাও কুরআন সম্পর্কে মনগড়া উক্তি ও আয়াতটির ভুল ব্যাখ্যাদান। স্পষ্ট আয়াতসমূহে আল্লাহ কাফিরদের বন্ধুত্ব হারাম করে দিয়েছেন এবং তাদের সাথে মেলামেশা নিষিদ্ধ করেছেন। তিনি তাদের শ্রেণীভেদের কোন তারতম্য করেন নি। কারা আমাদের সাথে যুদ্ধ করল আর কারা করল না, তিনি সে পার্থক্যও করেন নি। তাহলে আল্লাহ যা বলেন নি মুসলিম কী করে নিজের থেকে সেই ব্যাখ্যা দিতে পারে, যা কুরআন ও সুন্নাহ সমর্থন করে না? সুবহানাল্লাহ, আল্লাহ কত সহিষ্ণু! জ্ঞানীদের মতে উক্ত আয়াতটির মর্মার্থ: শন্তি-চুক্তি কিংবা মুসলিমদের বিশেষ নিরাপত্তা ও তত্ত্বাবধানের অধীন কাফিরদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন ও তাদেরকে দান-দক্ষিণা করার অনুমতি দান। সহীহ হাদীসে এই ব্যাখ্যার সমর্থন পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ: রাসূলুল্লাহর সাথে মক্কাবাসীদের সম্পাদিত শান্তি-চুক্তির মেয়াদের মধ্যে আবুবকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কন্যা আসমার মুশরিক মা পার্থিব কিছু সুযোগ-সুবিধার জন্য মদীনায় আসমার নিকট এসেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

33

. আল-মুমতাহানা, ৮
65

আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসমাকে তাঁর মায়ের প্রতি সৌহার্দ্য দেখানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। একবার আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে একটি রেশমের জামা দান করেছিলেন। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সেটি মক্কায় তাঁর মুশরিক ভাইকে উপহার পাঠিয়ে দেন। এই ধরনের অনুগ্রহ অনেক সময় ইসলাম গ্রহণ, ইসলামের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি ও অন্য ধর্মের তুলনায় ইসলামকে অগ্রাধিকারদানের কারণ হতে পারে। তাছাড়া এতে আত্মীয়তার সংযোগরক্ষা ও অভাবগ্রস্তদের সাহায্য হয়। এতে মুসলিমদের উপকার বৈ ক্ষতির কোন আশঙ্কা নেই। আর এটা যে আদৌ কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব নয় একটু চিন্তা করলেই তা পরিষ্কার বোঝা যায়।

জাতীয়তাবাদীরা যুক্তি দেখায়, “মুসলিম-কাফির পার্থক্য না করে আরব জাতীয়তার ভিত্তিতে জোটবদ্ধ হলে আরবরা একটি শক্তিশালী ইউনিটে পরিণত হবে। ফলে শত্রু তাদেরকে ভয় করবে ও তাদের অধিকারসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে। আর মুসলিমরা অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে তারা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং শত্রুর লালসার শিকারে পরিণত হবে।” ওরা আরও বলে, “আরবরা যদি ইসলামের আশ্রয় নিয়ে তার পতাকাতলে সমবেত হয় তাহলে ইসলামের শত্রুরা

66

[illegible]

[illegible]:

﴿ وَلَن تَرۡضَىٰ عَنكَ ٱلۡيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمۡۗ قُلۡ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلۡهُدَىٰۗ وَلَئِنِ ٱتَّبَعۡتَ أَهۡوَآءَهُم بَعۡدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلۡعِلۡمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيّٖ وَلَا نَصِيرٖ ١٢٠ ﴾ [البقرة: ١٢٠]

“[illegible] [illegible] [illegible] [

“তারা তোমাদের সাথে লড়তেই থাকবে ; যতক্ষণ না তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন থেকে বিচ্যুত করে। অবশ্য তারা যদি তা করতে সক্ষম হয়। আর তোমাদের মধ্যে যারা দ্বীন থেকে বিচ্যুত হয়ে কাফির অবস্থায় মারা যাবে , তাদের ইহ - পরকালের সকল কাজ নষ্ট হয়ে গেল। তারা জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। ” [35]

﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١٨ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ١٩ ﴾ [الجاثية: ١٨، ١٩]

“অতঃপর তিনি তোমাকে দ্বীনের একটি বিধান দান করলেন। তুমি তা অনুসরণ কর , আর যারা জানে না তাদের ইচ্ছানুসারে চলো না। তারা আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষায় তোমার এতটুকু উপকার করবে না। জালিমরা একে অপরের বন্ধু , আর মোত্তাকীদের বন্ধু আল্লাহ। ”[36]

এসব সুস্পষ্ট আয়াতে আল্লাহ পরিস্কার বলে দিয়েছেন যে , কাফিররা আামাদের শরী ‘আত ছেড়ে ওদের পথ অনুসরণ না করা পর্যন্ত আমাদের ওপর কখনও সন্তুষ্ট হবেনা। ওরা আমাদেরকে আমাদের দ্বীন থেকে বিচ্যুত না করা পর্যন্ত আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই থামাবে না। এসব আয়াতের মাধ্যমে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে ,

---

[35] . আল – বাকারা , ২১৭

[36] . আল- জাসিয়া , ১৮

70

[illegible]

[illegible]

[illegible]

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ٦٥ ﴾ [النساء: ٦٥]

“[illegible]

মেনে পুরোপুরিভাবে তোমার রায় মেনে না নেবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা ঈমানদার বলে বিবেচিত হবেনা। ”[37]

﴿ أَفَحُكۡمَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ يَبۡغُونَۚ وَمَنۡ أَحۡسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكۡمٗا لِّقَوۡمٖ يُوقِنُونَ ٥٠ ﴾ [المائدة: ٥٠]

“তারা কি তাহলে জাহেলিয়াতের আইন চায়? বিশ্বাসী লোকদের জন্য আল্লাহর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আইনদাতা কে আছে? ”[38]

﴿ وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ ٤٤ ﴾ [المائدة: ٤٤]

“যারা আল্লাহর দেয়া আইন অনুযায়ী শাসন করেনা, তারা কাফির। ”[39]

﴿ وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٤٥ ﴾ [المائدة: ٤٥]

“যারা আল্লাহর দেয়া আইন অনুযায়ী শাসন করেনা, তারা জালিম। ” [40]

﴿ وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ٤٧ ﴾ [المائدة: ٤٧] “যারা আল্লাহর দেয়া আইন অনুযায়ী শাসন করেনা, তারা ফাসিক। ”[41]

---

[37] . আন-নিসা, ৬৫
[38] . আল-মায়েদাহ, ৫০
[39] আল-মায়েদাহ: ৪৪।
[40] . আল-মায়েদাহ, ৪৫
[41] . আল-মায়েদাহ ৪৭

72

যে রাষ্ট্র আল্লাহর আইন অনুযায়ী শাসনব্যবস্থা চালায় না এবং আল্লাহর আইন মানে না , সে রাষ্ট্র জাহেলী রাষ্ট্র , এসব স্পষ্ট আয়াত অনুযায়ী সে রাষ্ট্র কাফির , জালিম ও ফাসিক রাষ্ট্র। আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রশ্নে সেদেশের প্রতি শত্রুতা পোষণ করা ইসলামের অনুসারীদের জন্য অপরিহার্য। এক আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে তাঁর বিধান অনুযায়ী শাসনব্যবস্থা না চালানো পর্যন্ত ঐ দেশের সাথে বন্ধুত্ব করা মুসলিমদের জন্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

আল্লাহ বলেন :

﴿ قَدۡ كَانَتۡ لَكُمۡ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٌ فِيٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ إِذۡ قَالُواْ لِقَوۡمِهِمۡ إِنَّا بُرَءَٰٓؤُاْ مِنكُمۡ وَمِمَّا تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرۡنَا بِكُمۡ وَبَدَا بَيۡنَنَا وَبَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةُ وَٱلۡبَغۡضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحۡدَهُۥٓ ﴾ [الممتحنة: ٤]

“ইব্রাহীম ও তাঁর সঙ্গীদের মাঝে তোমাদের জন্য এক সুন্দর আদর্শ রয়েছে। তারা তাদের কওমকে বলে দিয়েছিল : তোমাদের সাথে এবং আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদের ইবাদত করছ তাদের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের নীতি ও আদর্শের সাথে বিরোধ ঘোষণা করলাম এবং আমাদের ও তোমাদের মাঝে চিরদিনের জন্য শত্রুতা ও বিদ্বেষ সূচিত হল , যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।”[42]

---

[42] . আল- , ৪

73

অতএব জাতীয়তাবাদের নেতা ও প্রচারকদের উচিত আত্মসচেতন হওয়া এবং তাদের এই প্রচারের অশুভ ও মারাত্মক পরিণতির কথা চিন্তা করা। তাদের উচিত জাতীয়তা কিংবা স্বদেশিকতা প্রচারের পরিবর্তে সর্বশক্তি নিয়োগ করে ইসলাম প্রচার করা ও লোকদের মাঝে ইসলামের সৌন্দর্যসমূহ ছড়িয়ে দেয়া এবং ইসলামের বিধানসমুহ শক্তহাতে ধরে তার শাসনব্যবস্থার প্রতি লোকদের আকৃষ্ট করে তোলা। তাদের জানা উচিত যে , দ্বীনের পথে ফিরে না এলে কিংবা নিজেদের বিরোধ মীমাংসায় দ্বীনের সিদ্ধান্ত না মানলে আল্লাহ তাদের ওপর প্রতিশোধ নেবেন , তাদের ঐক্য বিচ্ছিন্ন করে দেবেন এবং তাঁর নিয়ামত থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করবেন। অতঃপর তাদের জায়গায় আর একদল লোক পাঠাবেন যারা তাঁর দ্বীনকে শক্তহাতে ধরবে ও দ্বীনের বিরোধী শক্তির সাথে লড়াই করবে। আল্লাহ যেমন বলেছেন :

﴿وَإِن تَتَوَلَّوۡاْ يَسۡتَبۡدِلۡ قَوۡمًا غَيۡرَكُمۡ ثُمَّ لَا يَكُونُوٓاْ أَمۡثَٰلَكُم
٣٨﴾ [محمد: ٣٨]

“আর তোমরা যদি বিপথে যাও তাহলে তিনি তোমাদের জায়গায় অন্য একদল লোক পাঠাবেন। তারা তোমাদের মত হবে না। ”[43]

﴿فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِۦ فَتَحۡنَا عَلَيۡهِمۡ أَبۡوَٰبَ كُلِّ شَيۡءٍ
حَتَّىٰٓ إِذَا فَرِحُواْ بِمَآ أُوتُوٓاْ أَخَذۡنَٰهُم بَغۡتَةً فَإِذَا هُم مُّبۡلِسُونَ

---

[43] .মুহাম্মদ , ৩৮

74

٤٤ فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلۡقَوۡمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْۚ وَٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٤٥ [الانعام: ٤٤، ٤٥]

“[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

অমনোযোগী থাকবে, তার জন্য রয়েছে এক কষ্টসাধ্য জীবন। আর আমরা তাকে কেয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উঠাব। সে বলবে, হে প্রভু! আমিতো দৃষ্টিমান ছিলাম, আমাকে অন্ধ করে উঠিয়েছ কেন? তিনি বলবেন, তোমার কাছে আমাদের নিদর্শনসমূহ এসেছিল, তুমি তা ভূলে গিয়েছিলে। ঠিক তেমনি তোমাকেও আজ ভুলে যাওয়া হচ্ছে। যে সীমা লংঘন করে এবং তার প্রভূর নিদর্শনসমূহ বিশ্বাস করে না, আমরা তার এরকমই প্রতিদান দিয়ে থাকি। পরকালের আযাব অত্যন্ত কঠোর ও দীর্ঘস্থায়ী।” 46

এসব আয়াতে আল্লাহ পরিষ্কার বলেছেন যে, যে তার পথ অনুসরণ করবে, সে বিভ্রান্ত কিংবা অসুখী হবে না বরং তার ভাগ্যে সুপথ ও ইহকালের সুখ রয়েছে। আর যে তাঁর বিধান সম্পর্কে অমনোযোগী হবে তার জন্য রয়েছে পৃথিবীতে এক কষ্টসাধ্য জীবন, আর পরকালে অন্ধত্ব ও শাস্তি। পৃথিবীতে জীবনের কষ্ট বলতে, মনের আঁধার ও অস্থিরতা, দুশ্চিন্তা ও সংশয়, পার্থিব সম্পদ অন্বেষণ ও সংরক্ষণে নানান কষ্টক্লেশ, তার ঘাটতি ও হারানোর আশঙ্কা এবং এ ছাড়া নানারকম তাৎক্ষণিক শাস্তি যা ইসলামের শত্রুরা পৃথিবীতে ভোগ করছে। আল্লাহ বলেছেন:

46

. তাহা, ১২৩-১২৭
77

﴿ فَلَا تُعۡجِبۡكَ أَمۡوَٰلُهُمۡ وَلَآ أَوۡلَٰدُهُمۡۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَتَزۡهَقَ أَنفُسُهُمۡ وَهُمۡ كَٰفِرُونَ ٥٥ ﴾ [سورة التوبة: 55]

“তাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাকে মুগ্ধ না করে। আল্লাহর ইচ্ছা, ঐসব দিয়ে পার্থিব জীবনে তাদের শাস্তি দিবেন, আর কাফির অবস্থায় তাদের প্রাণ চলে যাবে।”[47]

﴿ مِّنَ ٱلۡعَذَابِ ٱلۡأَدۡنَىٰ دُونَ ٱلۡعَذَابِ ٱلۡأَكۡبَرِ لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُونَ ٢١ ﴾ [سورة السجدة: 21]

“বৃহত্তর শাস্তির পূর্বে আমরা তাদের ক্ষুদ্রতর শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাব, যাতে তারা ফিরে আসে।”[48]

এ প্রসঙ্গে বহু আয়াত রয়েছে। আল্লাহর কাছে আমরা প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের অন্তর সংশোধন করে দেন, আমাদের পাপগুলো চিনিয়ে দেন, পাপ থেকে তওবা করার সুযোগ দিয়ে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং আমাদেরকে ও আমাদের সকল ভাইদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। তিনি সবকিছু করতে সক্ষম। আসুন আমরা প্রখ্যাত মিসরীয় লেখক মুহাম্মাদ আল-গাযালীর জাতীয়তাবাদ সংক্রান্ত চমৎকার কিছু কথা উদ্ধৃত করে আলোচনা এখানেই শেষ করি। তিনি তাঁর مع الله (আল্লাহর সাথে) নামক গ্রন্থের ২৫৪ পৃষ্ঠায় বলেছেন:

---

[47] . আত-তাওবা , ৫৫

[48] . আস-সিজদা , ২১

78

মুহাম্মাদ আল-গাযালীর মন্তব্য

“এই লোকগুলো কারা? এরা না আরব না অনারব, আবার না রাশিয়ান না আমেরিকান। আসলে এরা নির্লজ্জ গলাবাজ অদ্ভুত স্বভাবের এক বিকৃত মনুষ্যরূপ। এদের কারণে এদেশের আজ মহাবিপদ। এদেশে সাম্রাজ্যবাদের অপকীর্তি এবং দেশবাসীর চিন্তা ও চেতনায় তার বীজ রেখে যাবার পরই এই বিপদের উদ্ভব হয়েছে। হাদীস অনুযায়ী এরা আমাদের বংশোদ্ভূত, আমাদেরই ভাষায় কথা বলে। তবে এরা আমাদের ইতিহাস ও সংস্কৃতির দুশমন, আমাদের সংগ্রাম ও জাগরণের পথে অন্তরায়। আমাদের দ্বীনের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীদের এরা সহায়ক। এরা দ্বীন ও তার অনুসারীদের বেঁচে থাকার অধিকার স্বীকার করে না। এই লোকগুলো হঠাৎ করে গজিয়েছে। ব্যাঙের ঘ্যানর-ঘ্যানর ডাক যেমন রাতের প্রহরগুলো ভরে দেয়, তেমনি এদের বিরক্তিকর চিৎকার ধ্বনি চারদিক ভরে ফেলেছে। এদের গোপন অভিলাষ ফাঁস হওয়া উচিত। জনগণ যাতে ধোঁকা না খায় বা মিথ্যায় প্রতারিত না হয় সেজন্য তাদের নিকট এদের আসল পরিচয় পরিষ্কার হওয়া উচিৎ। এই লোকগুলো আরবত্বের লেবেল এঁটে মুজাহিদদের কাতারে ঢুকে পড়েছে এবং আরব জাতীয়তাবাদের সুসংবাদদাতা ও তাঁর ঝান্ডা বহনকারী বলে নিজেরা দাবি করছে। একই সময়ে তারা আরব ঐতিহ্য থেকে সরে গিয়ে আরও মারাত্মক কিছু

79

আলোকরশ্মি পৃথিবীর দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে। মহান আল্লাহ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল নির্বাচন করে এবং তাঁকে সত্য ও সৎপথে দান করে আরবদের এই মর্যাদায় ধন্য করেছেন।

আল্লাহ বলেছেন :

﴿مَا كُنتَ تَدۡرِي مَا ٱلۡكِتَٰبُ وَلَا ٱلۡإِيمَٰنُ﴾ [سورة الشورى: 52]

“তুমি জানতেনা কিতাব কি আর ঈমান কি।”[49]

﴿وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمۡ تَكُن تَعۡلَمُ﴾ [سورة النساء: 113]

“আল্লাহ তোমার কাছে কিতাব নাযিল করলেন, তোমাকে হিকমত দান করলেন এবং তুমি যা জানতে না তোমাকে তা -ও শেখালেন।”[50]

যে আরবদের মাঝে তাঁকে রাসূল করে পাঠানো হল তাদের প্রসংগে আল্লাহ বলেন :

﴿لَقَدۡ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ إِذۡ بَعَثَ فِيهِمۡ رَسُولٗا مِّنۡ أَنفُسِهِمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمۡ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبۡلُ لَفِي ضَلَٰلٖ مُّبِينٍ ١٦٤﴾ [سورة آل عمران: 164]

“আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। কেননা তিনি তাদের মধ্য থেকেই তাদের জন্য একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যিনি তাদেরকে

---

[49] . আশ-শূরা , ৫২

[50] . আন-নিসা , ১১৩

81

আল্লাহর আয়াতসমূহ পড়ে শোনান এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন। অথচ ইতিপূর্বে তারা পরিষ্কার বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত ছিল।”

51

‘ইসলাম একটি আরব বিস্ফোরণ’ কথাটি মিথ্যা ও মারাত্মক এক বিভ্রান্তি। এ উক্তি শুধু ইসলামকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করে না, বরং এ এক ভয়াবহ অপপ্রচার, যার উদ্দেশ্য সকল ধর্মকে প্রতিপন্ন করা এবং সারা পৃথিবীতে কুফ্র ও পাপাচার ছড়িয়ে দেয়া। তবে চমৎকার ব্যাপার এই যে, এই লোকগুলো কঠোরভাবে ইসলামের বিরোধিতা ও সর্বশক্তি নিয়োগ করে ইসলামের অনুসারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করলেও অন্যান্য ধর্মের সাথে এরা আপোস করে চলে। যেন ইসলামই একমাত্র শত্রু যার মুলোৎপাটন করার জন্য তাদেরকে নিয়োগ করা হয়েছে। তাও নয়, বরং ইসলামই যেন একমাত্র দুরারোহ গিরিপথ যাকে মাটি ফেলে সমতল করার জন্য তাদের হাতে কোদাল দেয়া হয়েছে। তাইতো। ইসলাম ছাড়া এদেশে সাম্রাজ্যবাদের আর কোন শত্রু আছে কি? কঠোর প্রতিরোধের উৎস ও সাহসী সংগ্রামের প্রাণ তো একমাত্র ইসলামই, যে তার আক্রমণকারীদের আশাহত করেছে এবং তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিয়েছে। অতএব ইসলামকে হত্যা করার জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তার চারপাশে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করবেইতো। এই দ্বীনের অস্তিত্ব

51

. আল ইমরান, ১৬৪
82

[illegible]

﴿ وَإِنَّهُۥ لَذِكر لَّكَ وَلِقَوۡمِكَ وَسَوفَ تُسۡـَٔلُونَ ٤٤ ﴾ [سورة الزخرف: 44]

“তোমার ও তোমার জাতির জন্য তা একটি মর্যাদার বিষয়। আর তোমাদেরকে তার জন্য জবাবদিহি করতে হবে।”

52

কিন্তু তারপর আরবরা ভুল করল। তারা মনে করে বসল, এই বিশ্বজনীন ধর্ম তাদেরকে বিশেষ কিছু মর্যাদা দেয় এবং অন্যান্য লোকদের তুলনায় তাদেরকে উন্নততর জাতিতে পরিণত করে। এই ভুল থেকে তার অপরিহার্য প্রতিক্রিয়ার জন্ম হল। অন্যান্য জাতিও তাদের নিজ-নিজ জাতিগত মর্যাদা রক্ষায় দাঁড়িয়ে গেল। এসব ভুল-পাল্টা-ভুলের কারণ, জাহেলিয়াতের প্রতি মানুষের একটি স্বভাবজাত টান রয়েছে এবং মানবিক পূর্ণতা অর্জনের সাধনা তাদের কাছে কষ্টকর মনে হয়। কোন নির্বোধ ব্যক্তি যখন ধর্মপারায়ণ হয়ে নিজের কাজ দিয়ে সম্মান ও মর্যাদা অর্জনকে কষ্টসাধ্য মনে করে, তখন সে কোন পরিবার, দেশ কিংবা কোন জাতির সাথে কোন প্রকার সূত্র আবিষ্কার করতে আরম্ভ করে, যদ্বারা সে বিনা চেষ্টায় ওপরে ওঠতে পারে। এগুলো সবই মূলত: গোঁড়ামী আর হীনমন্যতা। ধর্মে এর কোন স্থান নেই। রব্বুল আলামীনের নিকটও এর কোন মূল্য নেই। তবে আগেকার আরবরা গর্বের প্রতিযোগিতা কিংবা শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে গিয়ে ইসলামের ওপর ভর করত। ইসলামের নাম নেয়া ছাড়া তাদের বলার মত কিছুই ছিলনা।

52

. আয-যুখরুফ ৪৪
84

কেননা ভান্ডার তাদের খালি, ইতিহাস তাদের শূণ্য। কিন্তু এ যুগের মিথ্যুকরা নতুন কথা নিয়ে এল, যা কোনদিন কেউ শোনেনি। তাদের দৃষ্টিতে আরবত্ব ঈমান থেকে স্বতন্ত্র হতে হবে। আল্লাহ তাদের অমঙ্গল করুন, তারা দাবি করেছে যে, ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন থেকেই আরবত্ব ওপরে ওঠে, এগিয়ে চলে। এই চক্রের একজন লেখকতো এতখানি বলে ফেলেছে যে, “ইসলাম আরবত্বের বিরুদ্ধে অপরাধ করেছে; ইসলাম যতদূর ছড়িয়েছে তার চেয়ে বেশী ছড়িয়েছে আরবী ভাষা; ইসলাম যেহেতু বিশ্বধর্ম তাই সে আরব জাতীয়তার জন্য ক্ষতিকারক।” ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব উক্তি পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনায় সমানভাবে সহায়তা যোগায়। উক্তিকারী বস্তুত: সেই আগ্রাসনকারীদের অশুভ লক্ষ্যের পৃষ্ঠপোষক, যাদের সৈন্যরা ইতোমধ্যেই কোন কোন আরব ভূমিতে শিবির গেড়ে আরবদের অমর্যাদা করেছে কিংবা কোন কোন সীমান্তে তাদের চরম সর্বনাশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।

এই দলের আরেকজন লেখক আমাদেরকে অতীত ভুলে গিয়ে কেবলমাত্র ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে থাকতে পীড়াপীড়ি করছে। কারণ, তার মতে অতীত শুধু মৃতের ধ্বংসাবশেষ জড়ো করে। এই ছোকরা ভুলে গেছে যে, ইয়াহূদীরা তাদের ইতিহাসের প্রেরণায় মধ্যপ্রাচ্যের বুকের মধ্যে

নিজস্ব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে। সব মানুষই তাদের সংগ্রামে নিজেদের ইতিহাসকে সঙ্গে রাখতে পারে। কিন্তু আমরা মুসলিমরা? আমাদের জন্য কি এই ইতিহাসের কোন অধ্যায় স্মরণ করা কিংবা তার শিক্ষা গ্রহণ করা হারাম? এহেন জাতীয়তা আসলেই হিব্রু জাতীয়তা, আরব জাতীয়তা নয়। এটা সেই জাতীয়তা যা ধর্মবিরোধী ও ইসলাম বিদ্বেষীরা প্রচার করছে। সবাই জানে যে, আমরা মুসলিমরা আরবত্বের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল এবং তার সম্মান ও সমস্যাবলীর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু এই জাতীয়তাবাদীদের মাঝে কোন কল্যাণ নেই। এরা বিরাট অকল্যাণ ও গুরুতর অনিষ্টের উৎস।” মুহাম্মাদ আল-গাযালী তাঁর উল্লিখিত গ্রন্থের ৩৪৭ পৃষ্ঠায় বলেন:

“সম্ভব সকল উপায়ে সাম্রাজ্যবাদ চেষ্টা করছে মুসলিমদেরকে তাদের দ্বীন থেকে বিচ্যুত করতে ও তাদের দেশের জাগ্রত মুক্তি আন্দোলনগুলোকে দ্বীনের সাথে সম্পর্কহীন রাখতে, যাতে প্রতিটি আন্দোলন থেকে একটি মৃত সন্তান জন্মলাভ করে, অথবা আন্দোলনটি এক বন্ধ্যা নারীর মত বেঁচে থাকে। পূর্ববর্তী প্রতিটি আন্দোলনের একটি খুঁটি ছিল, যার ওপর আন্দোলনটি ভর করে দাঁড়াতে এবং একটি আত্মিক শক্তি ছিল যার সাহায্যে সে নড়াচড়া করত। আর যেহেতু ঐ স্থানে দ্বীন

শিক্ষা, সমাজব্যবস্থা, আইনকানুন তথা জীবনের সকল ক্ষেত্রেই সে ইসলামকে গলাটিপে হত্যা করতে চায়। সাম্রাজ্যবাদ একটিমাত্র সমাজে আশ্বস্ত বোধ করে। তা সেই সমাজ যার প্রাণ মরে গেছে ও চরিত্র নষ্ট হয়ে গেছে, যে সমাজ থেকে মর্যাদাবোধ বিলুপ্ত হয়েছে এবং যেখানে লোভপ্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে ও স্বার্থপরতার বিষাক্ত সাপ ফণা তুলেছে। কেবলমাত্র এই রকম সমাজেই সাম্রাজ্যবাদ বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য আশ্বস্ত বোধ করে। তাই যখন ইসলাম এসে সব আবর্জনা মুছে ফেলতে চাইল, অমনি তাকে তৎক্ষণাৎ নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে লুকিয়ে থাকতে বলা হল। যেন ইসলাম একটি নাম যা মুখে নেয়া যাবে না এবং একটি বাস্তব যার বেঁচে থাকার অধিকার নেই।

সাম্রাজ্যবাদ এই বিধিনিষেধ আরোপ করেছিল। এরপর এল আরববাদ। আমরা এই মতবাদে পুলকিত হলাম এবং এর মাধ্যমে সুফল লাভের আশা করলাম। শুধু আরবত্বেরও কিছু কিছু রূপকথা আছে যা সাম্রাজ্যবাদের উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করতে পারে। কিন্তু বিদেশী দখলের ছত্রছায়ায় পরিচালিত শিক্ষ-ব্যাবস্থা এমন কিছু লোক সৃষ্টি করেছিল যারা প্রবৃত্তির তাড়নায় চালিত হত এবং যাদের অন্তরে আত্মবিশ্বাস বলতে কিছুই ছিল না। এহেন লোকদের কাছে যখন আরববাদ এল তখন তারা জানতেই পারলনা যে, সচ্চরিত্রতা,

আত্মমর্যাদাবোধ, পবিত্রস্থান সংরক্ষণ ইত্যাদি গুণাবলী আরবত্বেরই বৈশিষ্ট্য। প্রাক-ইসলামী যুগে প্রচলিত আরবদের প্রবাদসমূহ প্রমাণ করে, নারীর প্রতি আরবদের শ্রদ্ধাবোধ কত প্রগাঢ় ছিল। যেমন একটি প্রবাদবাক্য: خالة صدر ذات كل” ব্লাউজ পরিহিতা সকলেই খালা।” অর্থাৎ নারীদের পোশাক পরা সবাইকে আরবরা খালা গণ্য করত। তাই তারা তাদের দিকে শ্রদ্ধা ছাড়া অন্য দৃষ্টিতে তাকাত না। কারণ, খালা মায়ের মতই শ্রদ্ধাভাজন। কবি আনতারা বলেছেন: ‘আমার প্রতিবেশিনী কখনও আমার সামনে পড়ে গেলে আমি আমার দৃষ্টি নীচু করে রাখি, যতক্ষণ না প্রতিবেশিনী তার ঘরে গিয়ে আশ্রয় নেয়।’

তাহলে আজকের অন্যায় অপকর্মে লিপ্ত লোকদের পথ কি আসলে আরবদের পথ? কিংবা রূপের পসরা সাজিয়ে লোকদের আকর্ষণকারী যুবতীর হাত ধরে রাস্তায় চলা লোকগুলো কি সত্যিকার অর্থে আরব? আগেকার আরবরা ছিলেন সময়ের প্রতিকূলতা ও তীব্র অভাব অনটন সত্ত্বেও আশ্চর্য রকম উদার, স্বার্থত্যাগের উজ্জ্বল প্রতীক এবং কঠোর সত্যাশ্রয়ী ইব্ন আল-ওয়ারদ কি বলেছেন শুনুন:

‘আমি সেই লোক যার বাসন অনেককে তৃপ্ত করে। আর তুমি সেই লোক যার বাসন তৃপ্ত করে একজনকে।’

89

‘তুমি নিজে বেশ মোটা-তাজা বলে এবং আমার মুখে সত্যের ক্লান্তি দেখে আমার সাথে ঠাট্টা করছ? সত্যতো চিরদিন কষ্টেরই হয়।’

‘আমি আমার দেহকে অনেক দেহের মাঝে বন্টন করে দেই এবং খাঁটি ঠান্ডা পানি চুমুক দিয়ে পান করি।’

নিজের খাবার অন্যকে দিয়ে কয়েক ফোটা ঠান্ডা পানি পান করতে করতে চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, আগন্তুক মেহমানদের কোন রকম অযত্ন হোক তা চায়না এবং নিজের এই ত্যাগকে অনেক দেহের মাঝে নিজের দেহ বন্টন করে দেয়া মনে করে এমন কোন মহৎ লোকের চেহারা দেখেছেন কখনো? এরকম একটি চেহারা চোখের সামনে কল্পনা করুন। তারপর নিজের কাছে প্রশ্ন করুন: এইযে ক্রমবর্ধমান ধনসম্পদের অধিকারী লোকে পরিপূর্ণ শহরগুলো দেখেছেন, এগুলো কি আরব শহর? এত ধনসম্পদ সত্ত্বেও আপনি অনাথকে কতটুকু দিচ্ছেন? কিংবা বঞ্চিতকে কতটুকু খাওয়াচ্ছেন? পরিবেশকে বিকৃত করে সাম্রাজ্যবাদ যেখানে পশুত্বের ছাপ লাগিয়ে দিয়েছে, সেখান থেকে আমাদের হারিয়ে যাওয়া আরব বৈশিষ্ট্যাবলী খুঁজে বের করা এখন সাধ্যের অতীত। আশ্চর্যের ব্যাপার, বেতার প্রচারক পর্যন্ত বিশুদ্ধ ভাষার পরিবর্তে ইতরের ভাষা ব্যবহার করে বসে। কারণ, সে চায় এই ইতরের ভাষা টিকিয়ে রাখতে এবং বিশুদ্ধ আরবী ভাষাকে বদলে

90

ফেলতে। অথচ বিশুদ্ধ ভাষাতেই বিশ্বের সকল কেন্দ্র থেকে শ্রোতাদের জন্য তাদের আঞ্চলিক ভাষার বিভিন্নতা সত্ত্বেও অনুষ্ঠানমালা প্রচারিত হয়ে থাকে। আর যদি কোন কেন্দ্র অশুদ্ধ ভাষায় তার শ্রোতাদের সম্বোধন করও, তাতে কি আমরা ইতরের ভাষায় অনষ্ঠান প্রচার করলে আমাদের আরবত্বের প্রতি কোন প্রদ্ধাবোধ প্রকাশ হয়?

আসলে একমাত্র ইসলাম আরবদের ভাষা, আচরণ ও চরিত্রকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে এবং ধর্মকে বদলে দেবার অর্থ ভাষা, আচরণ ও চরিত্রের দিক থেকে আরবত্বের মৃত্যু ঘোষণা। অতএব প্রচারকদের উচিত ইসলামের নাম প্রকাশ করার জন্য ততখানি আত্মত্যাগ করা যতখানি আত্মত্যাগ একে গোপন রাখার জন্য সাম্রাজ্যবাদ করে থাকে। তাদের উচিত এই নাম সম্পর্কে শত্রুরা যে দুর্বোধ্যতা সৃষ্টি করে রেখেছে তা অপসারণ করা, যাতে তা সকলের কানে ও অন্তরে ভাল লাগে। এই নামকে প্রকাশ করলেই যথেষ্ট হবে না। কেননা যে আকৃতির মাঝে সারবস্তু নেই তার কোন মূল্য নেই। প্রচারকদের তাই কর্তব্য সাধারণ মানুষকে ইসলামের শিক্ষানুযায়ী সংঘবদ্ধ করা এবং নিজেদেরকে তার প্রাণশক্তিতে প্রাণময় করে তোলা।

দ্বীনের প্রাণশক্তিতে মানুষ আল্লাহকে ভয় করে ও তার সৃষ্টির প্রতি সদয় হয়, কর্তব্যকে

আল্লাহর ভয় নেই। যন্ত্রটি তার সামনেই দ্রুত নষ্ট হয়ে যায় কিংবা যদি ভালও থাকে, তার উৎপাদন কমে যায়। আমরা যদি এই শ্রমিকের অন্তরে ধার্মিকতা সৃষ্টির জন্য সামান্য কিছু ব্যয় করতাম, তাহলে আমাদের অনেক লাভ হত। ক্রয় করা যন্ত্রটির সংরক্ষণ ব্যয় হিসেবেও কি দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা এই সামান্য ব্যয়টুকু করবেন না? আমাদের প্রতি ও দেশের পক্ষ থেকে এটা একটা দায়িত্ব যে, এই মহান আত্মিক দিকটির কথা বিবেচনা করে আমরা আমাদের ছোটদের ও বড়দের গড়ে তুলি। যেদিন তারা কোন কাজ শুরু করার জন্য একে অপরকে ঈমানের নামে ডাক দেবে, সে কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন হবে। দ্বীনী প্রাণশক্তির প্রকৃত যোগসূত্র আসমানের সাথে, আবার তার শাঁস রয়েছে যমীনে প্রফেসর আহ্মাদ আয-যাইন এই প্রাণশক্তির বর্ণনায় কত সত্য কথাই না বলেছেন:

‘তা মাটির পৃথিবীতে আকাশের ধ্বনি এবং করুণাময় ও সর্বজ্ঞ প্রভূর পক্ষ থেকে আসা এক শক্তি।’

‘একটি রশ্মি, যার উজ্জ্বল দীপ্তিতে ভন্ডামি, মিথ্যা ও প্রতারণা বিলীন হয়ে যায়।’

‘তা এক রহস্য যা বুঝতে বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি অক্ষম হয়ে পড়ে।’

‘জ্ঞানের চুড়ান্ত লক্ষ্য ও উৎকৃষ্ট এক আত্মা, যার আকৃতি অদৃশ্য হলেও প্রভাব সুস্পষ্ট।’

‘প্রত্যেকে তারই শক্তিতে বাঁচে এবং তাকে সংরক্ষণ করে রাখে। তার বিচরণ প্রত্যেক হৃদয়ের অনুভূতিতে।

‘প্রবৃত্তি যেখানে পাপ ও অন্যায়ের দিকে দ্রুত ধাবিত হয় সেখানেও তার বিচরণ।’

‘অশুভ পরিণাম সম্পর্কে সতর্কবাণী সত্ত্বেও প্রবৃত্তিগুলো অত্যন্ত অবাধ্য এবং মানুষ তাদের নিয়ন্ত্রণে অক্ষম।

‘দ্বীনী প্রাণশক্তি তাদের সতর্ককারী হয়ে ডাক দিয়েছে। তারা তখন এই সতর্ককারীর ডাকে সাড়া দিয়েছে।’

‘তা ফেরেশতাদের তেজ যা মাটির সন্তানকে আলোর জগতে তুলে আনে।’

‘যুগে যুগে একের পর এক কত নবী এসেছেন, কিন্তু যুগের বিবর্তন সত্ত্বেও তা আপন বৈশিষ্ট্যে বহাল রয়েছে।’

‘নবীগণ যা যা পিছনে রেখে এসেছেন, সে তা যুগযুগ ধরে সংরক্ষণ করে রেখেছে। মানুষের মনে সে সত্যের তাগিদ যুগিয়ে আসছে।’

‘উৎকৃষ্ট বিধানমালার বহু পবিত্র গ্রন্থ সে বহন করছে।’

‘তুমি তার জোরালো নিন্দা বা তিরস্কার করলেও সে অন্যায়কে ক্ষমা করে না। ’

আমরা এখানে এই কবিতা উদ্ধৃত করছি এর সাহিত্যিক মূল্যের জন্য। নতুবা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই কথাটি চিন্তা করলে আর কোন কথারই অবকাশ থাকে না:

«ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب»

“ওহে, শরীরে এক টুকরা মাংস আছে , তা যদি ভালো থাকে , গোটা শরীরটাই ভাল থাকে। আর তা নষ্ট হয়ে গেলে গোটা শরীরটাই নষ্ট হয়ে যায়। জেনে রাখ , তা অন্তর। ”

আল- ‘আল্লাহ্র সাথে ’ গ্রন্থের যতটুকু উদ্ধৃত করার ছিল তা এখানেই শেষ হল। অংশটুকুর বিরাট কার্যকারিতার কথা ভেবে আমি তা উদ্ধৃত করলাম। আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন মুসলিমদের অন্তর ঠিক করে তাকওয়ায় পরিপূর্ণ করে দেন। দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করার ও সঠিক পথে অটল থাকার শক্তি দিয়ে তিনি যেন আমাদের , আমাদের সব তরুণদের ও আমাদের অন্যান্য ভাইদের প্রতি অনুগ্রহ করেন। কেননা , দুনিয়া ও আখেরাতে মুক্তি ও সম্মান লাভের এটাই পথ। আল্লাহ বলেছেন :

95

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسۡتَقَٰمُواْ فَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ١٣ أُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَنَّةِ خَٰلِدِينَ فِيهَا جَزَآءَۢ بِمَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ١٤﴾ [سورة الأحقاف: 13-14]

“যারা বলে যে . আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ , এবং তারপর অটল থাকে , তাদের কোন ভয় কিংবা দুশ্চিন্তার কারণ নেই। তারা নিজেদের কাজের পুরস্কারস্বরূপ চিরদিনের জন্য জান্নাতের অধিবাসী হবে। ”[53]

তিনি আরও বলেন:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسۡتَقَٰمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحۡزَنُواْ وَأَبۡشِرُواْ بِٱلۡجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمۡ تُوعَدُونَ ٣٠ نَحۡنُ أَوۡلِيَآؤُكُمۡ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِۖ وَلَكُمۡ فِيهَا مَا تَشۡتَهِيٓ أَنفُسُكُمۡ وَلَكُمۡ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ٣١ نُزُلٗا مِّنۡ غَفُورٖ رَّحِيمٖ ٣٢﴾ [سورة حم السجدة: 30-32]

“যারা বলে যে , আমাদের প্রতিপালাক আল্লাহ্ এবং তারপর অটল থাকে তাদের নিকট ফেরেস্তা অবতরণ করে বলে : তোমরা ভয় পেয়োনা বা দুশ্চিন্তগ্রস্থ হয়োনা এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছিল তার সুসংবাদ গ্রহণ কর। পার্থিব জীবনে ও পরকালে আমরা তোমাদের বন্ধু। তোমাদের মন যা চাইবে জান্নাতে তোমাদের জন্য তাই রয়েছে। তোমারা

---

[53] . আল-আহকাফ, ১৩-১৪।

96

যা দাবি করবে সেখানে তোমরা তাই পাবে। ক্ষমাশীল, আল্লাহ্র আতিথ্য হিসেবে।”

54

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন:

»من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين«

“আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান দান করেন।”

আল্লাহ তাঁর বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরিবার পরিজন ও সহচরবৃন্দ এবং কেয়ামত পর্যন্ত যারা তাদের অনুসারী হবে, তাদের সকলকে মহিমান্বিত করুন।

প্রশ্নোত্তরে আরব জাতীয়তাবাদ

হিজরী ১৩৮০ সনের মুহাররাম মাসে আল-বিলাদ পত্রিকার প্রতিনিধি আমাকে কিছু প্রশ্ন করেছিল যার মধ্যে কয়েকটি প্রশ্ন ছিল জাতীয়তাবাদ সংক্রান্ত। প্রশ্নগুলো আমার জবাবসহ ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। পাঠকদের জ্ঞাতার্থে আমি সেই প্রশ্নকটি ও তার জবাব এখানে উল্লেখ করছি:

প্রথম প্রশ্ন: কিছু কিছু বিদেশী এজেন্ট প্রচার করে বেড়াচ্ছে যে, আরব জাতীয়তাবাদ

54

. হা-মীম-সিজদা, ৩০-৩২
97

আরবদের প্রথম পারস্পরিক বন্ধন। এ সম্পর্কে আপনার মত কি ?

উত্তর : আরব জাতীয়তাবাদ আরবদের প্রথম পারস্পরিক বন্ধন ’ এই প্রচার নিঃসন্দেহে একটি মিথ্যা প্রচার। এর স্বপক্ষে যুক্তি কিংবা শরী ‘আতের কোন ভিত্তি নেই। এটা একটা জাহেলী ও দ্বীনবিরোধী প্রচার। যারা এই প্রচার চালাচ্ছে তাদের লক্ষ্য ইসলামের বিরোধিতা করা এবং তার বিধানমালা ও শিক্ষাসমূহ এড়িয়ে যাওয়া। অবশ্য কিছু কিছু লোক অন্যদের অনকরণে কিংবা ভাল মনে করে এই প্রচার করে থাকে। কিন্তু এরা তার আসল উদ্দেশ্য জানলে অবশ্যই তার বিরোধিতা করত এবং নিজেদেরকে ঐ প্রচার থেকে দূরে সরিয়ে রাখত। ইসলামের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আরবদের ইতিহাস সম্পর্কে সামান্যতম জ্ঞানের অধিকারী সকলেই জানে যে ইসলাম ব্যতীত আরবদের অন্য কোন মূল্য কিংবা ভয় করার মত অন্য কোন কারণ ছিল না। এই ইসলামের জোরেই তারা দেশ জয় করেছিল , মানুষের ওপর কর্তৃত্ব করেছিল। ইসলামেরই কল্যাণে তারা মাথা উঁচু এক মহান জাতীতে পরিণত হয়েছিল এবং সবাই তাদেরকে ভয় করত ও তাদের অধিকারকে শ্রদ্ধা করত। এরপর তাদের মাঝে পরিবর্তন ঘটল। কারণ আল্লাহই তো বলেছেন :

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوۡمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمۡ ﴾ [سورة الرعد: 11]

98

“আল্লাহ নিশ্চয়ই কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।”[55]

এ প্রসংগে আমি দীর্ঘ আলোচনা করব না। কেননা, পত্রিকায় তা ছাপানোর অবকাশ নেই। তাছাড়া দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন আছে বলেও আমি মনে করি না। কারণ, বিষয়টি অত্যন্ত পরিষ্কার। আরবদের অবস্থা ও ইসলাম সম্পর্কে সামান্যতম জ্ঞানের অধিকারী কেউই এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করবে না।

আল্লাহ তাঁর নবীকে কত সুন্দর কথা বলেছেন:

﴿ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ
٤٣ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ٤٤ ﴾ [سورة
الزخرف: 43-44]

“তোমার কাছে যে কিতাব অহীর মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে তা শক্ত করে ধরে থাক, নিশ্চয়ই তুমি সঠিক পথে রয়েছ। এটা তোমার ও তোমার জাতির জন্য একটা মর্যাদার বিষয়। আর তোমাদেরকে তার জন্য জবাবদিহি করতে হবে।”[56]

তিনি আরও বলেছেন:

﴿ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٠ ﴾
[سورة الأنبياء: 10]

---

[55] . আর-রাদ ,১১

[56] .-যুখরূফ , ৪৩-৪৪

99

“তোমাদের নিকট আমরা এমন এক গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমাদের মর্যাদার কথা রয়েছে। তোমরা কি বুঝতে পারছনা ?”[57]

আর আরব জাতীয়তাবাদ প্রচারের লক্ষ্য যদি এই হয় যে, আরবরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিজেদের স্বার্থে সবাই কাজ করবে এবং দেশ থেকে শত্রুকে বিতাড়িত করবে, তাহলে এ মহৎ লক্ষ্যে উপনীত হবার পথতো এটা নয়। এর একমাত্র পথ হল, যে দ্বীনের কারণে তাদের সম্মান বেড়েছিল, পৃথিবীতে তারা পরিচিত হয়েছিল ও ময়দানে আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং অন্যান্য জাতির ওপর কর্তৃত্ব করেছিল, সেই দ্বীনের দিকে ফিরে আসা ও তার উদার শিক্ষা ও সঠিক বিধানসমূহ শক্ত হাতে ধরা এবং সেই দ্বীনের স্বার্থে বন্ধুত্ব কিংবা শত্রুতা করা। তাহলেই পারস্পরিক ঐক্য, সকলের স্বার্থ ও শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় অর্জিত হবে। এই পথে দুনিয়া আখেরাতে শুভ পরিণামের গ্যারান্টিও আছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেছেন:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرۡكُمۡ وَيُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ ٧﴾ [سورة محمد:7]

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে সাহায্য করলে তিনিও তোমাদেরকে সাহায্য করবেন ও তোমাদের পদক্ষেপসমূহ সুদৃঢ় করে দিবেন।”[58]

---

[57] . আল-আম্বিয়া, ১০

[58] . মুহাম্মাদ, ৭

100

﴿ وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ٤٠ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَنَهَوۡاْ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۗ وَلِلَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلۡأُمُورِ ٤١﴾ [سورة الحج: 40-41]

“ [illegible] [illegible] [illegible]

" لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها "

প্রচারকদের মনোযোগ দেয়া উচিৎ। এ ব্যাপারে আপনি কি মনে করেন?

উত্তর: বস্তুত: পথ-প্রর্দশকগণ সমাজের চিকিৎসক। চিকিৎসকের কাজ প্রথমে রোগসমূহ নির্ণয় করা, তারপর বড় থেকে শুরু করে একে একে সেগুলোর চিকিৎসা করা। বিশ্বের সেরা চিকিৎসক বনী আদমের নেতা মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রীতিও তাই। আল্লাহ যখন তাঁকে নবী করে পাঠালেন তখন সর্বপ্রথম তিনি সমাজের বড় ব্যাধি শির্কের চিকিৎসা শুরু করেন। অর্থাৎ আল্লাহর সাথে শির্ক করতে লোকদের নিষেধ করেন। নবুওয়াত লাভ থেকে শুরু করে একাধারে দশ বছর তিনি মানুষকে শির্ক থেকে সাবধান করত: আল্লাহর একত্ব প্রচার করলেন। তারপর দিলেন নামাযের নির্দেশ এবং তারপর অন্যান্য বিধানসমূহ। এমনিভাবে তাঁর পরবর্তী প্রচারকদেরও দায়িত্ব তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে বড় থেকে শুরু করে একে একে অগ্রসর হওয়া। তবে মুসলিম সমাজ হলে প্রচারকদের জন্য এই পদ্ধতি অপরিহার্য নয়। সেক্ষেত্রে একজন প্রচারকের বড়-ছোট সব ব্যাপারে প্রচারের অনুমতি আছে। বরং যার যতটুকু করার সামর্থ, তার জন্য ততটুকুই ওয়াজিব। কেননা, তখন উদ্দেশ্য মুসলিম সমাজের সংশোধন, শির্ক ও তার উপলক্ষণ থেকে এই সমাজের বিশ্বাসাকে মুক্ত রাখার চেষ্টা

104

﴿ وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ فِينَا لَنَهۡدِيَنَّهُمۡ سُبُلَنَاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٦٩﴾ [سورة العنكبوت: 69]

“[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

«من رأى منكم منكـرا فليغـيره بيـده فـإن لم يسـتطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»

“[illegible]”

[illegible]

সূচি

• আরব মুসলিমদের মর্যাদা
• আরব জাতীয়তার উপাদান
• আরব জাতীয়তাবাদ মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে
• আরব জাতীয়তাবাদের আসল প্রবর্তক কারা?
• আরব জাতীয়তাবাদ জাহেলিয়াতের অন্যতম উপাদান
• বিভ্রান্তিকর প্রচারণা ও তার জবাব
• জাতীয়তাবাদ প্রচারকদের সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী
• আরব জাতীয়তাবাদ কাফিরদের বন্ধুত্বে উৎসাহ যোগায়
• কুরআনী আইনের বিরোধিতা
• আল–গাযালীর মন্তব্য
• প্রশ্নোত্তরে আরব জাতীয়তাবাদ